ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী

ডঃ সাইয়েদ আস'আদ গীলানী

ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী

মূল
ড. সাইয়েদ আস'আদ গীলানী
অনুবাদ ও সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

[দুই]

ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মূল : ড. সাইয়েদ আস'আদ গীলানী

অনুবাদ ও সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

© Translator

শ. প্র. : ১৯
ISBN : 984-645-042-4

প্রকাশনায়
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
৪র্থ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
ফোন : ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ২৬.০০ টাকা মাত্র

ISLAMI BIPLOBER SONGRAM O NARI, By Sayyed Asaad Gilani, Translated and Edited By Abdus Shaheed Naseem, Published By Shotabdi Prokashoni 491/1 Moghbazar Wireless Railgate Dhaka-1217 Phone : 8311292, 1st Adition : September 1985, 4th Print April 2009.

Price : Tk: 26.00 only

www.pathagar.com

দু'টি কথা

বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ ইসলামী বিপ্লব। বিবেকবান মানুষ সারা বিশ্বে আজ ইসলামী বিপ্লবের আন্দোলন ও সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে।

মানবতার এ মুক্তি সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সাইয়েদ আস'আদ গীলানীর 'ইসলামী ইনকিলাব আওর আওরত' পুস্তিকাটি গুরুত্ববহ।

বাংলাভাষী মুসলিম মা-বোনেরা যেনো ইসলামী সমাজ গড়ার কাজে তাদের যথার্থ ভূমিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন- সে মহত উদ্দেশ্যেই পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করলাম।

পরিবেশ ও প্রয়োজনের খাতিরে মাঝে মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ও সংযোজন করেছি। এখন পুস্তিকাটি পড়ে মুসলিম মা ও বোনেরা তাদের যথার্থ ভূমিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে।

আবদুস শহীদ নাসিম

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. **ইসলাম ও নারী** ৬
- নারীর প্রকৃত মর্যাদা ৬
- ইসলামের আনুগত্য ৮
- জীবিকা উপার্জনের কঠিন সংগ্রাম থেকে অব্যাহতি ৯

২. **দীনের দাওয়াত নারী** ১১
- জবাবদিহী করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে ১১
- সন্তানদের সুশিক্ষা ১৩
- ঘরে সামষ্টিক দীনি আলোচনা ১৪
- পরিবার পরিজনের দীনি প্রশিক্ষণের কয়েকটি দিক ১৫
- সন্তানদের প্রশিক্ষণে বাস্তব উদাহরণ ১৬
- পুরুষদের সংশোধনে নারীদের ভূমিকা ১৭
- সংশোধনের ঘরোয়া প্রোগ্রাম ১৯
- পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে সংশোধনের কাজ ২০
- দীনি সভা ও বৈঠকাদির উপকারিতা ২০
- বৈঠকাদিতে কতিপয় বিষয়ের সতর্কতা ২১
- নারীদের উচ্চ মর্যাদা ২২

৩. **ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলন ও নারী** ২৩
- বন্দেগী ও কর্তব্য পরায়নতা ২৪
- ইসলামের দাবী কি? ২৫
- আদর্শ ইসলামী জামায়াতের বৈশিষ্ট্য ২৮
- ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ৩০

৪. **আদর্শ মুসলিম নারীর বৈশিষ্ট্য** ৩১
- কুরআনে মুসলিম নারীর চিত্র ৩৩
- কুরআন মজীদে দু'জন আদর্শ নারীর উদাহরণ ৩৪
- কুরআন মজীদে দু'জন নিকৃষ্ট নারীর উদাহরণ ৩৫

৫. **ইসলামী সমাজে পাশ্চাত্য বেহায়াপনার অনুপ্রবেশ** ৩৭
- পাশ্চাত্য সমাজে নারীর দুর্গতি ৩৭
- আমাদের সমাজে পাশ্চাত্যের অনুগমন ৩৮

৬. **মুসলিম নারীদের ঐতিহাসিক আদর্শ** ৪০

৭. **ইসলামী সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা ও নারী** ৪৪

www.pathagar.com

কন্যারা খাদিজার

নঈম সিদ্দিকী
অনুবাদ : আবদুস শহীদ নাসিম

জাগছে এবার কন্যারা খাদিজার
আল্লার পথে নবীর পথে
তোমরা সাহস শক্তির আধার
ভাঙ্গো প্রাচীর মস্ত বাধার।

তোমরা মুসলিম বীরাঙ্গনা
মুক্তির পথে আলোর রথে
যাও এগিয়ে বীর কন্যা
যাও পেরিয়ে বান বন্যা।

তোমরা প্রীতি প্রেম-আত্মা
হকের পথে
নুরের পথে
তোমরা নবীন নেক-আত্মা
তোমরা অমল পূত-আত্মা।

তোমারা আধেক বংশ-ধারার
কংকর পথে
দু:খ শতে
তোমরা সাথি জীবন-ধারার
তোমরা স্মৃতি অন্ধ কারার।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ইসলাম ও নারী

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সমাজ নামক দ্বি-চাকার গাড়ির দ্বিতীয় চাকা। কুরআন তার কর্মতৎপরতার যে ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে তা হচ্ছে ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى-

"নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। পুরাতন জাহেলী যুগের মতো •সাজগোজ প্রকাশ করে বেড়িও না" (আহযাব-৩৩)

হিজরত করে মদীনায় আসার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মহান সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) সুযোগ ঘটলো ইসলামী সমাজের রূপরেখা প্রণয়নের কাজে হাত দেবার। তারা প্রতিনিয়ত এ চেষ্টা সংগ্রামেই লেগেছিলেন। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা ছিলো মদীনার সে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে ইসলামী আদর্শ ও চরিত্রের আলোকে জ্যোতির্ময় করে তোলার। তাঁদের ঐকান্তিক কামনা ছিলো মক্কার সেই স্বপ্নকে মদীনার ভূমিতে বাস্তবে রূপ দেয়ার। তাঁদের এ সোনালী সংগ্রামে অপূর্ব ভূমিকা পালন করেছিলেন কোনো কোনো নারী, বিশেষ করে মুমিনদের মা নবীর স্ত্রীগণ। ইসলামের অধিকাংশ পারিবারিক ও সামাজিক বিধান নবী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই প্রচারিত ও পরিচিত হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদী দৃষ্টিভংগি হচ্ছে এই যে, সে রাষ্ট্র ও সমাজের যাবতীয় যিম্মাদারী পুরুষের ঘাড়ে অর্পণ করে। আর যে নারী দুনিয়ার অর্ধেক তাকে সে বহির্মুখী না করে ঘরমুখী করে দেয়। কারণ তাকে বহির্মুখী করে দেয়া হলে কোনো অবস্থাতেই মানব জীবনে সুখ ও শান্তি থাকতে পারে না।

● নারীর প্রকৃত মর্যাদা

বাজারের ব্যবসায়ী, অফিসের কেরানী, আদালতের জজ কিংবা সেনাবাহিনীর সিপাহী হবার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নারীর কোনো প্রকার মর্যাদা নেই। বরঞ্চ তার কাজের প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর, তার বাসা-বাড়ী।

www.pathagar.com

বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাসের মতে, উপরোক্ত আয়াত দ্বারা নারীরা ঘরে অবস্থানের নির্দেশপ্রাপ্ত এবং বহির্গমণে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত।

ইসলাম মানব জীবনের যে রূপরেখা তৈরী করেছে তার সম্পর্ক চাই ইবাদত বন্দেগীর সাথে হোক কিংবা পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে, বংশীয় ব্যবস্থা কিংবা সামাজিক শিষ্টাচারের সাথে, অর্থনৈতিক বিধান কিংবা সভ্যতা-সংস্কৃতির নিয়ম-কানুনের সাথে। এর কোনো একটি দিক থেকেও সে নারীর এ মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন হতে দেয়নি। ইসলাম নারীকে ঘরোয়া মুক্ত জীবনের যাবতীয় কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সামাজিক ইবাদত এমনকি মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়া থেকেও তাকে রেহাই দেয়া হয়েছে যাতে করে কোনো অবস্থাতেই তার মুক্ত এলাকা প্রভাবিত না হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে সামষ্টিক ও সামাজিক ইবাদতে নারীর অংশ গ্রহণ করার চাইতে তার কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করাটাই তার পক্ষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের সংগে সামষ্টিক ও সামাজিক প্রোগ্রামে তার অংশ গ্রহণ না করাটা এতটা ক্ষতিকর নয়, যতোটা ধ্বংসাত্মক তার কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করা। এ জন্যেই ইবাদত ও জীবনের অন্যান্য কর্তব্যসমূহ নারীর উপর সামষ্টিক ও সামাজিকভাবে ফরজ করা হয়নি। আর ফরয করা হয়ে থাকলেও এমন কিছুই করা হয়েছে–যা তাদেরকে তাদের আসল উদ্দেশ্য থেকে গাফেল করেনা।

ইবাদতের শ্রেষ্ঠতম অংশ নামাযের কথাই ধরুন। পুরুষদের উপর জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা ফরয করা হয়েছে। নারীদের জন্যেও নামায আদায় করা ফরয কিন্তু জামায়াতের সাথে আদায় করা তাদের জন্য জরুরী ঘোষণা করা হয়নি। কোনো পুরুষ বিনা ওযরে জামায়াতে নামায না পড়লে তাকে অপরাধ ও তিরস্কারযোগ্য মনে করা হয়। পক্ষান্তরে নারীকে উৎসাহিত করা হয়েছে সে যেনো তার ঘরের কোনো একটি নিভৃত স্থানকে তার ইবাদতের স্থান বানায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"নারীদের ইবাদতের সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে তাদের ঘরের নিভৃত অংশ।"

মশহুর সাহাবী আবু হামীদ সায়েদীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ "ওগো আল্লাহর রাসূল!

www.pathagar.com

আমার একান্ত বাসনা যে, আপনার সাথে (জামায়াতে) নামায পড়ি। আপনার কি নির্দেশ?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাস্তবিকই তোমার বাসনা এরূপ। কিন্তু জেনে রেখো, নিজ ঘরের কোনো নিভৃত সংকীর্ণ কক্ষে নামায পড়া তোমার জন্যে প্রশস্ত কক্ষে নামায পড়ার চাইতে উত্তম। তোমার ঘরে নামায আদায় করা মহল্লার কোন মসজিদে আদায় করার চাইতে উত্তম। এমনি করে তোমার মহল্লার কোনো মসজিদে নামায আদায় করা তোমার জন্যে আমার মসজিদে এসে আদায় করার চাইতে উত্তম।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর ইবাদতের এ রূপরেখা পেশ করেন যেনো তার কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থল ঘর ছেড়ে তাকে দূরে যেতে না হয়।

● ইসলামের আনুগত্য

খোদায়ী বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণের নাম হচ্ছে ইসলাম। এ আনুগত্য ও অনুসরণের প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর এমনিতেই প্রতিটি পদক্ষেপে মুমিনের পরীক্ষা হতে থাকে। কিন্তু এ পরীক্ষার চরম ও কঠিনতম অধ্যায় তখনই দেখা দেয়, যখন সত্যের দুশমনরা সর্বশক্তি নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং হক ও বাতিলের জয়-পরাজয়ের ফায়সালা হতে থাকে। তখন হকের হিফাযতের জন্যে জীবন বাজী রাখাই একজন অনুগত বান্দার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ নাজুক অবস্থায়ও ইসলাম ময়দানে জং-এ গিয়ে নারীর আনুগত্যের প্রমাণ ও পরিক্ষা দিতে বলেনি। বরঞ্চ ঘরকেই তার পরিক্ষার ক্ষেত্র বলে ঘোষণা করেছে। স্বামী, সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজনের সংগে সদাচার ও সুসম্পর্কই তার ঈমানের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। এটাই তোমাদের জিহাদ।"

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "নারীদের উপর কি

www.pathagar.com

জিহাদ ফরয? জিহাদের প্রতি নারীদের আগ্রহকে অটুট রাখার জন্যে জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হ্যাঁ, তাদের উপর জিহাদ ফরয। তবে সে জিহাদে লড়াই হয়না। সে জিহাদ হচ্ছে–হজ্জ আর উমরাহ।"

নবীর পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাওয়া হলে তিনি জবাবে বলেন ঃ "তোমাদের জিহাদ হচ্ছে হজ্জ।"

এভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোদার ঘরে পৌঁছুতে যে ক্লান্তি বরদাশত করতে হয় তার মহত্ম ও মর্যাদার প্রতি সচেতন করে নারীদের জিহাদের জজবাকে অক্ষুণ্ন রাখেন এবং তাদের জন্যে এ কাজকে যুদ্ধ জিহাদের প্রাণান্তকর সংগ্রামের সমতূল্য বলে বর্ণনা করেন। তাই কোনো নারী জিহাদে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বলতেন ঃ "হজ্জ হচ্ছে তোমাদের সর্বোত্তম জিহাদ।"

● জীবিকা উপার্জনের কঠিন সংগ্রাম থেকে অব্যহতি

নারীর প্রকৃত মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ইসলাম জীবিকা উপার্জনের কঠিন চেষ্টা সংগ্রাম থেকেও তাকে মুক্তি দিয়েছে। অন্যদের জন্য উপার্জন করা তো দূরের কথা ইসলাম তার নিজের বোঝাই অপরের উপর অর্পণ করেছে, যেনো তার নিজের বা অপরের জন্য উপার্জন করতে গিয়ে তাকে ঘরের সীমা লংঘন করতে না হয়।

এ কারণেই নামাযেও নারীদের পিছনের কাতারে দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ ইসলামী দৃষ্টি ভংগিরই অপরিহার্য পরিণাম। ইসলাম তাকে প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ঘর ত্যাগ করে যাবতীয় সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছে। তাকে তারই পরিবেষ্টনের মধ্যে কর্ম তৎপর থাকতে হবে।

জীবনের কর্মক্ষেত্রের একটি সুস্পষ্ট কর্মসীমা ইসলাম নারীকে দান করেছে। এ ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের সমান যিম্মাদারী অর্পণ করা হয়েছে। বহির্মুখী যাবতীয় কর্মকান্ডের দায়িত্ব পুরুষের উপর আর ঘর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নারীর উপর। পুরুষকে উপার্জন করতে হয়,

www.pathagar.com

যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। নারীকে ঘর সামলাতে হয়। সন্তানাদির লালন-পালন, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, খাওয়ানো-পরানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মেহমানদারী এবং আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয় নারীকে। এ দু'টি ক্ষেত্রের দায়িত্ব আলাদা। আর এগুলো খুবই ব্যাপক। তাই পুরুষ যদি নারীর আর নারী যদি পুরুষের কর্মসীমায় প্রবেশ করে তবে সবই উলট-পালট হয়ে যেতে বাধ্য।

সারকথা হচ্ছে, ইসলাম সমাজে নারীর যে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে, তার সীমা যদি কোন সমাজে লংঘিত হয় তবে সে সমাজে নারীর কোনো প্রকার সম্মান মর্যাদা ও ইয্যতই অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

---

www.pathagar.com

২. দীনের দাওয়াত ও নারী

দীন ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়কে সমভাবে ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। ঈমানী দায়িত্ব উভয়েরই সমান। দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্যে ইসলাম উভয়কেই সমভাবে আহ্বান জানায়। ঈমান আনা, ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করা এবং রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে নিজের যাবতীয় কর্মতৎপরতার জবাবদিহী করার ব্যাপারে উভয়ই সমান। পরকালে না একজন অপরজনের মুক্তির কারণ হতে পারবে আর না একজনের খেদমতের কথা উল্লেখ করে আরেকজন নিষ্কৃতি পাবে। এ কথাটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয়জনদের এ ভাষায় বলেছিলেন ঃ "হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা এবং রাসূলের ফুফু সুফিয়া! তোমরা দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করো। আমার সাথে আত্মীয়তা খোদার দরবারে তোমাদের কোনো কাজে আসবেনা।"

● জবাবদিহী করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে

পরকালে মহাপরাক্রমশালী মালিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও মুক্তি পাওয়ার জন্যে নারী পুরুষ উভয়কেই তৎপর হতে হবে। পরস্পরের সহযোগিতা করে নিজেদের নেক আমল তারা বৃদ্ধি করতে পারে বটে, কিন্তু পরকালে আমলনামা বদল করে একে অপরকে মুক্তি দেয়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। খোদার সামনে নিজের আমলের জবাবদিহী করা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে কেউই কারো সাহায্য করতে পারবেনা। কেউ কারো প্রতি অভিযোগ আরোপ করে রক্ষা পাবেনা। কোনো প্রকার লেন-দেনের দ্বারাও কেউ নিষ্কৃতি পাবেনা। মালিকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বসমূহ পূর্ণ আনুগত্য ও আন্তরিকতার সাথে পালন করাই আল্লাহর প্রতিটি দাস ও দাসীর কাজ। এ দায়িত্ব পালনে কোনো

www.pathagar.com

প্রকার কমতি করার অধিকার কারো নেই। সেগুলো মালিকের পক্ষ থেকে তাদের উপর ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্পিত হয়ে থাকুক কিংবা সামষ্টিক পর্যায়ে।

আল্লাহ তায়ালা 'ইয়া আইউহান্নাস' বলে তার বন্দেগী ও দাসত্বের প্রতি আহ্বান করেন। এ আহ্বানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো তফাত নেই। ঈমানদারদের তিনি "ইয়া আইউহাল্লাযীনা আ-মানু", বলে সম্বোধন করে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এতেও নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি করেননি।

তাই, দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব কেবলমাত্র পুরুষের উপর-এ ধারণা মগজ থেকে ধুইয়ে মুছে ফেলতে হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা কোনো মুসলমানের জন্যে দুরস্ত নেই। পুরুষদের দীনি দায়িত্ব পালনই যদি নারীদের জন্যে যথেষ্ট হতো তবে হযরত নূহ (আঃ) যে শত শত বছর যাবৎ দাওয়াতে দীনের কাজ করেছেন তা তার স্ত্রীকে নাজাত দিতে পারতো। কিন্তু কুরআন সাক্ষ্য–স্বামীর দীনি কাজ তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। দীনি দায়িত্ব পালনে হযরত লূত (আঃ) হাজারো কষ্ট মুসীবত সহ্য করেছেন কিন্তু এতে করে তাঁর বিদ্রোহী স্ত্রী নিষ্কৃতি পায়নি। এমনি করে পুরুষদের ঘাড়ে দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে যদি নারীর নিষ্কৃতিই পেতো, তবে ফেরাউনের স্ত্রীর কি প্রয়োজন ছিলো হাজারো বিপদ-মুসীবত মাথায় তুলে নিয়ে দীনের প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য প্রকাশ করার? আসল কথা, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের জন্য যেমন নিজের পরকালের চিন্তা করা প্রয়োজন, তেমনি করে নারীদের পরকালের চিন্তা তাদেরকেই করতে হবে। নারীদের দীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজ তাদের নিজেদেরই করতে হবে। তাদের দীনি সমস্যাবলীর সমাধানও তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব নিজের উপর অর্পন করেছেন।

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا–

"নিজেকে এবং নিজ পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা তাহরীম)

এ আয়াত থেকে দু'টি কথা জানা গেলো ঃ

www.pathagar.com

১. দোযখের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই স্ব-স্ব দায়িত্ব এবং

২ পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচার পথ প্রদর্শন করতে হবে।

আর এ নিষ্কৃতি লাভের জন্যে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁকে ভয় করতে হবে, শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত যাবতীয় দীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। নিজ পরিবার পরিজনকেও এভাবে গড়ে তুলতে হবে, এ অনুযায়ী চলতে উদ্দীপ্ত করতে হবে। এ দায়িত্বও প্রত্যেক ব্যক্তির উপর অর্পিত। প্রভাবাধীনদের দীনের পথে চালানোর চেষ্টা-সাধনা করার দায়িত্ব প্রত্যেকের উপরই ন্যস্ত। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে দোয়া করার প্রশিক্ষণও দিয়েছেন ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

"পরওয়ারদিগার! আমাদের পরিজন ও সন্তানদের চক্ষু শীতলকারী বানাও আর আমাদের মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানাও। (আল ফুরকান-৭৪) ঃ

● সন্তানদের সুশিক্ষা

এমনি করে সন্তানদের সুশিক্ষা ও দীনি চরিত্র গঠনের ব্যাপারে পুরুষদের চাইতে নারীদের দায়িত্ব অনেক বেশী। কারণ বাপের তুলনায় মায়ের প্রভাবই সন্তানদের উপর বেশী পড়ে থাকে। তাদের ছোট মাথায় মায়ের প্রভাবই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন গাছের ছোট একটি চারার কোনো অংশে যদি কেউ কোনো নকশা এঁকে দেয়, তবে চারাটি বৃদ্ধির সাথে সাথে নকশাটিও বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এমনি শৈশবে ও কৈশরে মায়েরা শিশুদের মন-মগজে যে নকশাই এঁকে দেন তাদের বয়োঃপ্রাপ্তির সংগে সংগে তা-ই বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হতে থাকে। সে নকশাই তাদের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে থাকে। তাছাড়া পিতা-মাতার মধ্যে (খোদা না করুন) কোনো দীনি দুর্বলতা থাকলে সন্তানদের চরিত্রেও সে দুর্বলতা

www.pathagar.com

প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সাধারণত মাতা-পিতার সৎগুণের চাইতে দুর্বলতাকেই সন্তানেরা বেশী করে গ্রহণ করে থাকে। সে জন্যে মাতা বা পিতার মধ্যে যদি দীনি দুর্বলতা এবং নৈতিক উদাসীনতা থাকে, তবে তার সন্তানরা সাধারণত এ ভুলের উত্তরাধিকারী হতে বাধ্য। কুরআন নারী-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের জন্যে আচ্ছাদন আর তোমরা তাদের জন্যে আচ্ছাদন।" (বাকারা)

সুতরাং স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি পরস্পরের আচ্ছাদন হবার দায়িত্ব পালন না করে, একে অপরের দোষ-ত্রুটি দূর করার চেষ্টা না করে, ইয্যত আবরু ও চরিত্রের হেফাযত না করে– তবে এসব অপরাধ ও দোষ-ত্রুটি সন্তানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েই থাকে। পরনিন্দা, কুভাষণ এবং পারস্পরিক ঝগড়া-ঝাটি দ্বারাও সন্তানের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে মাতা-পিতার বিশেষ করে মাতার প্রতিটি সুভাষণ ও সদাচারই সন্তানের পক্ষে চির-জীবনের জন্যে একেকটি মহান শিক্ষায় পরিণত হয়। মাতাই হলেন সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী। একজন মুসলিম মাকে তার এ দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।

● ঘরে সামষ্টিক দীনি আলোচনা

এ পর্যায়ে ঘরে নিয়মিতভাবে সমষ্টিগত দীনি আলোচনা পরিবার-পরিজনের নৈতিক প্রশিক্ষণে দারুন উপকারী। যদি সংসারের অন্যান্য নিয়মিত কাজের ন্যায় প্রতিদিন ফজর বা এশা বাদ পরিবারের সকলকে নিয়ে বসে দু'একটা আয়াতে কুরআনের তাফসীর কিংবা হাদিসের ব্যাখ্যা আলোচনা করা যায়, তবে সন্তানদের নৈতিক চরিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। অল্প অল্প করে ইসলামের বিধি-বিধান তাদের মন-মগজে খোদাই হয়ে যেতে থাকবে। সাধারণ ওয়ায-নসিহতের পরিবর্তে সরাসরি কুরআন হাদীসের এরূপ নিয়মিত সামষ্টিক অধ্যয়ন সন্তানদের চরিত্র গঠনে অধিকতর উপকারী।

www.pathagar.com

● পরিবার-পরিজনের দীনি প্রশিক্ষণের কয়েকটি দিক

সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজনের দীনি শিক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট সময় ওয়াক্‌ফ করা অত্যন্ত জরুরী। তাদের মন-মানসিকতা, সু-আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা দরকার এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে পরামর্শ দান ও সঠিক গাইড করা খুবই ফলপ্রসূ কাজ। এভাবে তাদেরকে দীনের পথে অগ্রসর করা খুবই সহজ। একটু সতর্ক হলেই নারীরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন।

তাদের সাথে হাসি-খুশী ও খোলা মন নিয়ে মেশা অত্যন্ত জরুরী। তাদের মধ্যে পারিপার্শ্বিক দূষিত ছোয়াচ লাগলে তা হিকমতের সাথে কঠোরভাবে দূর করতে হবে, যাতে পরিবারের সবাই বুঝতে পারে যে, তারা কোন্ কাজে কতটুকু অগ্রসর হতে পারবে এবং কোন্ কাজ করতে পারবে আর কোন্ কাজ পারবেনা। তাদের প্রতিভার বিকাশে সহযোগিতা করতে হবে। ভাল কাজের প্রশংসা করতে হবে। ভাল কাজে উৎসাহিত করতে হবে। অন্যায় কাজে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। ঘরের ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিতে পুরুষদের তুলনায় নারীদের দায়িত্ব অধিক। কেবল রান্না খাওয়ানোর ব্যবস্থা করাই তাদের কাজ নয়। অনেকের ঘরে একাজ তো পরিচারিকারাও করে থাকে, তাদের আসল কাজ হচ্ছে ভবিষ্যত বংশধরদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা- যারা পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের ঘরেই লালিত-পালিত হচ্ছে।

সন্তানদের সুন্দর চাল-চলন, সৎ জীবন-যাপন, বিশ্বস্ত চরিত্র, কষ্ট সহ্যের অভ্যাস, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের স্নেহ করা, আল্লাহর পথে খরচ করার জজবা, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা, অপরের প্রতি সহানুভূতি ভ্রাতৃত্ব এবং উদারতা, ন্যায়ের প্রতি মহব্বত এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার অনুভূতি বিভিন্ন পন্থায় ধীরে ধীরে কেবলমাত্র একজন মা-ই তার সন্তানদের অন্তরে সাফল্যজনকভাবে জাগ্রত করে দিতে পারেন।

একজন সতর্ক দীনদার মা-ই তার সন্তানদের আদর্শ মানুষ বানাতে পারেন। তিনিই সন্তানদের ভালো কাজে, ভালো কথায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, মন্দ কাজ, মন্দ কথা থেকে বিরত রাখতে পারেন। দান-সদকায় অভ্যস্ত করতে পারেন। ত্যাগ ও কোরবানীর শিক্ষা দিতে পারেন, বড়

www.pathagar.com

ভাই-বোনদের সম্মান ও ছোট ভাই বোনদের স্নেহ-আদর করার তা'লীম দিতে পারেন। নিয়মিত নামাযে অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন। কুরআন হাদিস থেকে ছোট ছোট সুন্দর কথা ও কাহিনী শিখাতে পারেন, দীনের জন্যে সাহাবায়ে কিরাম ও অতীত বুযুর্গদের ত্যাগ ও কোরবানীর ঘটনাবলী শুনাতে পারেন।

মা সন্তানদের যা শিখাবেন তার বাস্তব জীবনও তারই প্রতিচ্ছবি হওয়া দরকার। তার ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে তাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এমনি করে তার নিজেকে সন্তানদের জীবনে আদর্শ প্রশিক্ষক ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে হবে।

● সন্তানদের প্রশিক্ষণে বাস্তব উদাহরণ

সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্যে বাস্তব উদাহরণের চাইতে উত্তম কোনো পদ্ধতি নেই। কারণ আমল দ্বারাই কথা প্রভাবশালী ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার সন্তানকে নিজে মিষ্টি খাবার অভ্যাস পরিত্যাগ করার আগ পর্যন্ত মিষ্টি খেতে নিষেধ করেননি।

বাচ্চাদেরকে এমন উপদেশ দেয়া তাদের প্রতি বিরাট যুলুম, পিতা-মাতা নিজেই যা আমল করেন না, এরূপ উপদেশ তো ফলপ্রসূ হতেই পারেনা। বরঞ্চ এর দ্বারা তাদের মধ্যেও মারাত্মক মোনাফেকী ভাব জন্ম নেয়ার আশংকা থাকে।

মহিলা সাহাবীদের (রাঃ) নীতিও এরূপই ছিলো অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের আমলী যিন্দেগী দ্বারাই সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ইসলাম তাঁদের ঘরের মধ্যে কেবল কুরআন শরীফের পাতায়ই আবদ্ধ থাকত না, বরঞ্চ তাদের সন্তানরা চোখের সামনে মানুষের আকারে ইসলামকে চলাফেরা করতে দেখতো। মহিলা সাহাবীগণ নিজেদের সন্তানদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে যেতেন। তাঁকে দিয়ে তাদের জন্যে দোয়া করাতেন এবং ভালো ভালো নাম রাখতেন। সন্তানদের তাঁরাই দীনি শিক্ষা প্রদান করতেন, দীনের জন্য শহীদ হবার জজবায় তাদেরকে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন।

www.pathagar.com

মহিলারা নিজেরা গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দীনি শিক্ষা লাভ করতেন। প্রশ্ন করে যাবতীয় বিষয়ে জেনে নিতেন। নিজেদের সমাবেশে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিতেন এবং পূর্ণ জজবা ও তৎপরতার সাথে তারা দীনের জ্ঞান লাভ করতেন।

আজ আমাদের কাছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এক নিখুঁত ও পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা মওজুদ রয়েছে। আর এ ব্যবস্থার সুনির্মাণে সেসব মহিলা সাহাবীদের সোনালী অবদান রয়েছে যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীন সম্পর্কে শুনেছেন, প্রশ্ন করে জেনে বুঝে নিয়েছেন এবং নিখুঁতভাবে তা জীবনের সব বিভাগে বাস্তবায়িত করেছেন।

● পুরুষদের সংশোধনে নারীদের ভূমিকা

স্ত্রীর উপর স্বামীর এ এক সাধারণ অধিকার যে তিনি ঘরে স্বামীর সুখ ও সান্ত্বনার প্রতীক হবেন। ঘরের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখবেন। ক্লান্ত স্বামীর প্রশান্তির কারণ হবেন। আর যাদের স্বামী দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন, তাদের কাজ দ্বিগুণ। তাদেরকে কষ্টও সহ্য করতে হয় দ্বিগুণ। তাদেরকে একদিকে যেমন ঘরের সুখ শান্তি ও প্রশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তেমনি স্বামীর দীনি আন্দোলনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। স্বামীকে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে হয়। স্বামীর চতুর্মুখী চিন্তাকে প্রশান্তিতে পরিণত করতে হয়। স্বামীর ক্লান্তিকে মধুর পরশে বিদূরিত করতে হয়। কারণ একদিকে তার স্বামীর উপর উপার্জনের দায় দায়িত্ব ন্যস্ত। অপরদিকে তাগুত সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে খোদার দীন প্রতিষ্ঠার তিনি একজন সৈনিক। গোটা বাতিল সমাজের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধরত। তার মাথায় হাজারো সমস্যা গিজ গিজ করে। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি বিচলিত থাকেন। সুতরাং এরূপ স্বামীর জন্যে স্ত্রীর দায়িত্ব দ্বিগুণই হয়েই থাকে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর শারিরিক ও মানসিক যোগ্যতাকে অটুট রাখার দায়িত্ব স্ত্রীকেই গ্রহণ করতে হয়। ঘরকে মধুময় পরিবেশে পরিণত করার দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়। তার এ কাজ প্রত্যক্ষ জিহাদে শরীক হবারই সমতুল্য। এ কাজের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

www.pathagar.com

আর নেক চরিত্রের অধিকারী খোদা ভীরু দীনদার নারীরাই কেবল এ কাজের যোগ্যতা রাখে। যাঁরা ফেরাউনের স্ত্রীর মতো দুনিয়ার অট্টালিকা ও রাজ প্রাসাদকে প্রত্যাখান করার মতো অসীম সাহস রাখে। যারা দুনিয়ার প্রাসাদের বিনিময়ে খোদার নিকট জান্নাতে ঘর কামনা করে। দুনিয়া পূজারী নারীদের জন্যে এ কাজ সম্ভব নয়। সান্ত্বনা দানের পরিবর্তে নিজেদের দাবী দাওয়া পেশ করে স্বামীকে আরো বিরত করে তোলাই তাদের নীতি।

আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক দীনদার স্বামী স্ত্রীর জন্যে এক বিরাট নেয়ামত ও পুরস্কার। কারণ এ স্বামীর সহযোগিতার মাধ্যমে স্ত্রী জিহাদে শরীক হবার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। যার পরিণামে আখিরাতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সফলতা লাভের সৌভাগ্য হাসিল করবে। এ হচ্ছে সেই জিনিস, যা একবার নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলো ঃ "ওগো আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা খোদার পথে জিহাদ করে পরকালে বিরাট বিরাট মর্যাদা লাভ করবে আর আমরা তো কেবল ঘরে সন্তানাদির লালন-পালন করি এবং জিহাদ ও শাহাদাত থেকে বঞ্চিত থাকি।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ "তোমাদের ঘরই তোমাদের জিহাদের ময়দান।"

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঘরের রাষ্ট্রটির সুষ্ঠু পরিচালনা আয়-ব্যয়ের সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা, সন্তানদের জন্ম দান, তাদের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, দীনি চরিত্রে-চরিত্রবান করে গড়ে তোলা, দীনি-আন্দোলনে পুরুষদের সাহায্য সহযোগিতা করা এবং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে সজীব ও জাগ্রত রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু একজন আদর্শ নারীকে এসব করতেই হয়। এ কাজ সর্বোত্তমভাবে সম্পাদনা করার মাধ্যমে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে সে এর উত্তম প্রতিদান আশা করে।

একজন দীনদার নারীকে অনেক মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়। চাকচিক্যময় বস্তুবাদী সমাজে হালাল উপায় উপাদানের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকা, বিনা সংকোচে সরল জীবন যাপন করা, দীনদারীর ব্যাপারে নিজের চাইতে উচ্চতরদের প্রতি নযর দেয়া এবং দুনিয়াদারীর ব্যাপারে নিজের চাইতে নিম্নতরদের প্রতি নযর রাখা, জীবন

www.pathagar.com

যাপনের মিথ্যা মানদন্ড, কৃত্রিম সম্মান ও ইয্যত এবং দুনিয়াবী মান মর্যাদার তোয়াক্কা না করা, হালাল উপার্জনে স্বামীকে সহযোগিতা করা, স্বামীর স্বল্প হালাল আয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা নারীদের এমন সব মহৎ গুণাবলী যা দ্বারা পুরুষের যাবতীয় মানসিক দুর্বলতা বিদূরিত হয়ে যায় এবং তার কর্মক্ষেত্রে সে তীব্র গতিশীল হয়ে উঠে। এসব গুণাবলী দ্বারাই বাতিলের বিরুদ্ধে হকের জিহাদে নারীরা সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করতে পারে।

● সংশোধনের ঘরোয়া প্রোগ্রাম

এমন কতো ঘর আছে যেখানে স্ত্রী দীনদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের ইসলামী চরিত্র নেই। অনেক স্বামী আছে যাদের স্ত্রীরা তাদের তুলনায় অধিক দীনদার। এরূপ ক্ষেত্রে নারীদের জিহাদের মর্যাদা আরো উচ্চতর। এসব স্ত্রীরা তাদের দীনদারী, উন্নত চরিত্র, খোদাভীতি, হিকমত, বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দর কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের স্বামীদের উপর অনায়াসে প্রভাব ফেলতে পারেন। পুরুষদের উপর প্রভাব ফেলার বিরাট ক্ষমতা ও যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা নারীদের দান করেছেন। এ ক্ষমতা ও যোগ্যতা যদি তারা সত্যিকারভাবে কাজে লাগান তবে নিজেরা বস্তুবাদী সভ্যতার অপরাধী প্লাবনে ভেসে যাওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ তারা তাদের স্বামীদের জীবনের গতিধারা পাল্টে দিতে সক্ষম। স্বামীদেরকে বাতিলের বিরুদ্ধে হকের জিহাদে উদ্দীপ্ত করে তুলতে সক্ষম। স্বামীদের সংশোধনের এ কাজ তারা যতো সহজভাবে করতে পারেন, বাইরের কোনো সংস্কার আন্দোলনের বড় কোনো কর্মীর জন্যেও এতোটা সহজে সে কাজ করা সম্ভব নয়। বড় বড় গোমরাহ লোকেরাও তাদের পরিবার পরিজন খারাপ হয়ে চলুক তা চায় না। বরঞ্চ ভালো পথে চলুক তা-ই চায়। এ জিনিষটাকেও দীনদার মহিলারা কাজে লাগাতে পারেন। স্বামীর এ পছন্দটুকুকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তারা ঘরের পরিবেশকে দীনদারী, খোদাভীতি, নেক ও কল্যাণমুখী করে গড়ে তুলতে পারেন। এভাবে তারা স্বামীর সংশোধনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। আর যেখানে স্বামীর মধ্যে কোনো প্রকার ভাল প্রবণতা থাকেনা, সেখানেও নারীদেরকে হিকমতের সাথে বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের সংশোধনের পথ বের

www.pathagar.com

করার চেষ্টা করতে হবে। তারা কি পরিমাণ চেষ্টা করেছেন আল্লাহ সেটাই দেখবেন।

এভাবে স্বামী ছাড়াও নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের উপর প্রভাব ফেলার মাধ্যমে তাদেরকে দীনের পথে আনার চেষ্টা প্রতিটি নারীরই করা উচিত। মোট কথা, নিজেদের প্রভাব ও ঈমানী যোগ্যতার মাধ্যমে নারীরা গোটা ঘরোয়া পরিবেশকে সংশোধনের দিকে এগিয়ে নিতে পারেন। ঘরোয়া পরিবেশে স্বামীসহ সকল মুহাররামদের নিয়ে নিয়মতভাবে কুরআন হাদিসভিত্তিক আলোচনা বৈঠক করলে সংশোধনের কাজ তরান্বিত হতে পারে।

● পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে সংশোধনের কাজ

একজন দীনদার মহিলার এর পরের কর্মক্ষেত্র হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন, বান্ধবী মহল এবং পাড়া প্রতিবেশী মহিলাগণ। তিনি তাঁর দীনদারী দ্বারা এদের উপর প্রভাব ফেলতে পারেন। তাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারেন। তাদের মধ্যে দীনদারীর জজবা সৃষ্টি করতে পারেন। তাদেরকে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য পড়তে দিতে পারেন। তাদেরকে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক কুরআন হাদিসের আলোচনা সভায় উপস্থিত হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

তাদের মধ্যে সাংগঠনিক জীবনের অনুভূতি জাগ্রত করা দরকার। মহল্লায় সাপ্তাহিক বৈঠকের ব্যবস্থা করে তাতে তাদের শরীক করানো দরকার। মহল্লায় মহিলাদের নিয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করার ফায়দা অনেক। এতে করে দীনের আলো একজনের নিকট থেকে আরেকজনের নিকট তথা গোটা মহল্লায় ছড়িয়ে পড়বে। এমনি করে গোটা মহল্লায় ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী হতে থাকবে। আর সপ্তাহে একদিন দুই ঘন্টার জন্যে এক জায়গায় একত্র হওয়া বড় কঠিন কাজ নয়।

● দীনি সভা ও বৈঠকাদির উপকারিতা

১. এরূপ বৈঠকের বড় ফায়দা হচ্ছে এ যে, এতে নেক কাজের জন্যে একত্র হওয়া ও চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে উঠে। দীন সম্পর্কে বুঝ,

www.pathagar.com

জ্ঞান সৃষ্টি হয়। সঠিক জ্ঞানের অধিকারিণী হওয়া যায়। কুরআন, হাদিস ও ইসলামী বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে জ্ঞানের ব্যাপকতা ও অভিজ্ঞতা হাসিল করা যায়। এতে করে দৈনন্দিন কাজ কর্মে দীনি প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়ে থাকে।

২. দ্বিতীয় ফায়দা হচ্ছে যে, এতে করে অপরের সংশোধন ও দীন প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি ও টেকনিক শিখা যায়। দীনদারীর অনুভূতি অক্ষুণ থাকে। বাতিলের বুকে পদাঘাত করে খোদার খাঁটি বান্দাহ হয়ে তাঁর দীনের জন্যে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থকে কাজে লাগানোর জজবা ও অনুভূতি লাভ করা যায়।

৩. এসব বৈঠকের মাধ্যমে অধ্যয়নের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। দারস্ ও বক্তৃতা দেয়ার যোগ্যতা পয়দা হয়। এমনকি এখানে অনেকে লেখনি চালাতে দক্ষতা হাসিল করতে পারেন। লেখনির মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে এবং ইসলামের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে লিখতে পারেন। অধিক অধিক মহিলার সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করার সুযোগও এখান থেকে পাওয়া যায়।

৪. এখান থেকে মহিলারা একে অপরের ঘরোয়া সংশোধন ও দাওয়াতী কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এ অভিজ্ঞতা নিজের সংশোধন ও দাওয়াতী প্রোগ্রামে কাজে লাগাতে পারেন।

৫. এসব সমাবেশের মাধ্যমে একে অপরকে জানার সুযোগ হয়। পরস্পরের সুখ-দুঃখে শরীক হওয়ার সুযোগ হয়। একে অপরের সংগে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। এতে করে ধীরে ধীরে মহল্লায় ইসলামী সমাজের বাস্তব নমুনা সৃষ্টি হতে পারে।

● বৈঠকাদিতে কতিপয় বিষয়ের সতর্কতা

মহিলাদেরকে অবশ্যই বৈঠকাদির কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সাধারণত মহিলারা একস্থানে একত্র হলে তাদের মধ্যে এমন সব কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করে। পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে। একজন দীনদার মহিলার মধ্যে আত্মগরিমা ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা থাকা কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয়। হিংসা-বিদ্বেষ কটুকথা-কুভাষণ কোনো দীনদার

www.pathagar.com

নারীর জন্যে শোভনীয় নয়। অপরের দোষ ধরে বেড়ানো এবং খুঁটি-নাটি বিষয়ে তর্ক বাহাছ করা ঠিক নয়। ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য করা কোনো অবস্থাতেই সমীচিন নয়। অপরের ফ্যাসানের অনুকরণ করাও ভাল নয়। মোট কথা, নারীরা এক জায়গায় একত্র হলে এরূপ কিছু ভুল-ত্রুটি তাদের দ্বারা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এমনটি হলে বৈঠকগুলো কল্যাণের চাইতে অকল্যাণেরই কারণ হবে। তাই এ ব্যাপারে তাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

● নারীদের উচ্চ মর্যাদা

সত্য কথা বলতে কি বুদ্ধিমতী-সচেতন দীনদার মহিলারা সমাজ সংশোধনের কাজে চমৎকার ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা প্রত্যেকেই নিজ পরিবেশে পুরুষের তুলনায় এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ নারীরা যদি নিজ নিজ পরিবেশে কুসংস্কারের যাবতীয় ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেন এবং সেখানে ইসলামী আদর্শের প্রচলন ঘটান তবে একাজ পুরুষদের তুলনায় অধিক কার্যকর হতে পারে।

তারা স্বামীর শারিরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টিতে সর্বোত্তম ভূমিকা পালন করতে পারেন। দীনের পথে স্বামীকে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে পারেন।

সন্তানদের তারা প্রথম শিক্ষক। তাদের কাঁচা মগজকে তারা দীনের আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেন। নিজেদের কথা কাজের মাধ্যমে সন্তানদের সামনে তারা দীনের সঠিক নমুনা পেশ করতে পারেন। ঘরে অল্পে তুষ্টি, তাওয়াক্কুল, শান্তি ও সন্তুষ্টির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বামীর কর্মশক্তি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেন। সহযোগিতা, বন্ধুতা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে পুরুষদেরকে দীনি ও দুনিয়াবী সফলতার দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারেন। নিজেদের ঈমানী চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে প্রতিবেশী ও বান্ধবী মহলে ইসলামের উদাহরণ পেশ করে তাদের সংশোধনের ভীত রচনা করতে পারেন। দীনি বৈঠকাদিতে নিজেদের দীনদারী, খোদাভীতি, ভদ্রতা, শালীনতা, শিষ্টাচার ও উত্তম নৈতিক চরিত্র দ্বারা কতো প্রাণে দীনদারীর জজবা সৃষ্টি করে দিতে পারেন। তারা গোটা পরিবেশকে দীনের আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেন। বস্তুত এসব নারীরাই হচ্ছেন আদর্শ মাতা। আর এদের পদতলেই রয়েছে তাদের সন্তানদের জান্নাত। এদের জন্যে আল্লাহর নিকট রয়েছে সীমাহীন পুরুস্কার।

www.pathagar.com

৩. ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলন ও নারী

ইসলামী বিপ্লব প্রতিটি মুসলিম প্রাণের একান্ত কামনা। এ বিপ্লব সাধনে নারীরা বিরাট ও প্রভাবশালী অবদান রাখতে পারে। ইসলাম আনুগত্য ও দাসত্বের বিধান আর আমরা সকলেই আল্লাহর অনুগত দাস। এ আনুগত্য ও দাসত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক-যা সঠিকভাবে আদায় করতে না পারলে আনুগত্যের হক আদায় হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের একজন মালিক আছেন। আমাদের উপর রয়েছে তার অনেক অনেক অধিকার। আমাদের প্রতি রয়েছে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা। এ সবের আনুগত্য করে না চললে আমরা তার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো না এবং পরকালের সফলতা অর্জন করতে পারবো না।

শোকর মহান মালিকের! তিনি আমাদেরকে শুধুমাত্র তাঁর বান্দাহই বানাননি বরং বন্দেগীর নিয়ম-কানুনও শিখিয়েছেন এবং আমাদের উপর তাঁর কি কি অধিকার আছে তাও বলে দিয়েছেন। এক সন্দেহাতীত কিতাব প্রেরণের মাধ্যমে। তা তিনি চিরন্তনভাবে বান্দাহদের জন্যে হেফাজত করে দিয়েছেন। আজ দুনিয়ার সব মানুষই নবীদের সম্পর্কে জানে। তাদের শিক্ষা ও হিদায়াত সম্পর্কে জানার বিরাট সুযোগ রয়েছে। সমস্ত নবী মানুষকে একই পথের হেদায়াত দান করেছেন। কুরআন-মজিদে সে হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। নবীদের শিক্ষাকে অসত্য বলতে পারে আজ এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু 'সৃষ্টি যার হুকুমও তারই চলবে'– এ স্বীকৃতির অভাবই আজ দুনিয়াকে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ যুগে আল্লাহর অস্তিত্বের সাথেই শিরক করা হচ্ছে। বস্তুত আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে পরিবর্তন করার চাইতে বড় শিরক আর কিছু হতে পারে না।

www.pathagar.com

● বন্দেগী ও কর্তব্য পরায়ণতা

আজ যখন দুনিয়ার মানুষ খোদার নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন না করে ভ্রান্ত পথে চলার পন্থা অবলম্বন করছে, তখন খোদার অনুগত বান্দাহদের দায়িত্ব হচ্ছে খোদার বন্দেগী ও দাসত্বে নিজেদেরকে পূর্ণাংগভাবে নিয়োজিত করা এবং খোদার অন্যান্য বান্দাদেরকেও এ পথে আনার চেষ্টা করা। এ কাজ যদি কেউ না করে, খোদার বান্দাহ্‌রা যদি ভ্রান্ত পথে ধাবিত হয়, কেউ যদি তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের দাওয়াত না দেয় এবং খোদার বান্দারা যদি গাফলতির ঘুমোঘোরে হাবুডুব খায় তবে এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। পক্ষান্তরে একদল লোক যদি পথভ্রষ্ট লোকদের সঠিক পথে আনার কাজে নিয়োজিত হয়, ঘুমন্ত মানুষদের জাগানোর কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং সত্যের শ্লোগান নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়-তবে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য ও কর্তব্য পরায়ণতা আর কিছু হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, দুনিয়ার মানুষ সত্য দীনকে ভুলে গিয়েছে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে সত্যের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে নিজের জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন।

তাঁর দাওয়াতে কেবল পুরুষরাই লাব্বায়েক বলেনি, কেবল পুরুষরাই এগিয়ে এসে কালেমার ঝান্ডা হাতে নেয়নি, বরং বুঝে শুনে পূর্ণ অনুভূতির সাথে তারা এ পথে পা ফেলেছিলেন। আত্মীয়তা এবং সম্পদের কুরবানী দিয়ে তারা এদিকে এসেছিলেন। অতঃপর এ ময়দানে এসে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ত্যাগ ও কুরবানীর দিক দিয়ে তারা পুরুষদের চাইতে পিছিয়ে ছিলেন না। দীনের জন্যে তারা ত্যাগ ও কুরবানীর যে উদাহরণ পেশ করেছিলেন মুসলিম উম্মাহ তা কখনো ভুলে যেতে পারেনা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে আজ আমরা অধঃপতনের চরম সীমায় এসে পৌছেছি। আর এই অধঃপতনের কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান আমরা মুখে মুখেই মেনে থাকি, কাজ-কর্মে এবং আমলে আমরা সে অনুযায়ী চলিনা। যে কিতাবকে আমরা আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করি, তার পবিত্রতা রক্ষার জন্যে আমরা জীবনও বাজী রাখতে প্রস্তুত হই বটে, কিন্তু আমাদের নফসের খাহেশাত দমনের এবং আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

বিধান অনুযায়ী চলার আমরা চেষ্টা করিনা। মুসলিম জাতির আচরণ বড়ই বিস্ময়কর। তারা খোদার বিধানের পবিত্রতা রক্ষার্থে জীবন দিতে প্রস্তুত হয় অথচ নিজেরাই সে বিধানকে অমান্য ও পদদলিত করে। বস্তুত তাদের এ বিপরীতধর্মী আরচণের কারণেই মুসলমানরা আজ অধঃপতনের গভীরতম গহ্বরে নেমে এসেছে।

● ইসলামের দাবী কি?

আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁদের অনুসারীদের সালেহ লোকদের জীবনোদ্দেশ্য এই ছিলো যে, আল্লাহর কালেমা বিজয়ী হোক এবং অন্য সকল কালেমা পরাজিত ও পদদলিত হোক। ইসলাম খোদার সমস্ত বান্দাহকে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের দাওয়াত দেয়। আর বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে তাদের সে দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে ফিরে যেতে বলে, যা তারা পরিত্যাগ করেছে। সে মানব জীবনের সমস্ত বিভাগকে খোদার আনুগত্যের অধীন করতে চায়। যেমন করে মানুষ এবং তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাহ বা দাস। তার কোনো একটি অংগ বা প্রত্যংগও আল্লাহর সৃষ্ট দাস হওয়ার ব্যাপারকে অস্বীকার করতে পারেনা। তেমনি করে মানব যিন্দেগীর প্রতিটি বিভাগকেও আল্লাহর দাসত্বের অধীন করে দিতে হবে। ঘরে, বাজারে, বাজারে, দরবারে, কারবারে কোথাও সে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। সর্বত্রই সে তার স্রষ্টা ও মালিকের দাস। তাই তার যিন্দেগীর প্রতিটি বিভাগকে তার মালিকের দাসত্ব ও বন্দেগীর অধীন করে দিতে হবে। ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে আর সমষ্টিকে তাদের সামষ্টিক জীবনে খোদার বিধানের সামনে মাথা নত করে দিতে হবে।

ইসলাম মানব জীবনের পূর্ণাংগ পরিবর্তন ও বিপ্লব চায়। কারণ বান্দাহর জীবনে খোদা ও শাসকের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে না। বস্তুত মুসলিম জাতির ধ্বংস ও অধঃপতনের প্রকৃত কারণই হচ্ছে এটা যে, সে জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে খোদার বিধানের পরিবর্তে মানুষের তৈরী আইন দ্বারা পরিচালিত করে তার জীবনের মিশনকেই পরিবর্তন করে দিয়েছে। বস্তুত বিশ্বজাহানের মালিকের বিধান থেকে বিমুখ হওয়াই সমস্ত অধঃপতনের মূল কারণ। মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত ও সামষ্টিগত দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, সে যে-পথকে সীরাতে মুস্তাকীম ও পরকালে মুক্তির একমাত্র

www.pathagar.com

পথ বলে ঘোষণা দিয়েছে-গোটা জীবন সে নিজে এবং বিশ্ববাসীকে সে পথে চালানোর জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকবে।

প্রশ্ন হতে পারে, এ বিরাট পরিবর্তন ও বিপ্লবের কাজ ইসলাম কোন পন্থায় করতে চায়। এর জবাব হচ্ছে এই যে, ইসলাম মানুষের মন-মগজ ও আকীদাহ-বিশ্বাসের পরিবর্তন এবং সমাজ ও পরিবেশের সংস্কার সংশোধন যে পন্থায় করতে চায়-তাকে চারটি অধ্যায় ভাগ করা যায়। মূল কাজ হচ্ছে একটাই। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিগত জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দেয়া। কিন্তু এ পর্যন্ত পৌছার জন্যে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের যে পন্থা অবলম্বন করা হয়-তাকে চারটি মৌলিক অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।

সংশোধনের পহেলা অধ্যায় হচ্ছে এই যে, মহিলাদের মন-মগজকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের মধ্যে ইসলামের অনুভূতি জাগ্রত করে দিতে হবে। ইসলামের সঠিক ও যথার্থ জ্ঞান তাদের মন-মগজে পরিষ্কার করে গেঁথে দিতে হবে। এমনি করে ইসলাম ছাড়া অন্য সবকিছুর প্রতি তাদের অনাস্থা সৃষ্টি করে দিতে হবে। শতাব্দীর কুসংস্কার তাদের মধ্যে যেসব অনৈসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে তা তাদের মন-মগজ থেকে এক এক করে দূর করতে হবে। ইসলামী আদর্শের সঠিক চিত্র ও ইসলামের অট্টালিকার সুস্পষ্ট নকশা তাদের মগজে বসিয়ে দিতে হবে। কিভাবে ইসলাম তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর সমাধান করে তা তাদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে হবে। বর্তমান পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার মোকাবিলায় ইসলামের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্বকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিতে হবে। এ জন্যে তাদের সরাসরি কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আজ আল্লাহর রহমতে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করে লেখা ইসলামী সাহিত্যের অভাব আমাদের দেশে নেই। মোট কথা, মৌখিক আলাপ-আলোচনা, কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পড়ানো, সর্বোপরি চারিত্রিক নমুনা পেশ করার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ইসলামের কল্যাণ ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষকে ডাকতে হবে এবং তাদের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

এ কাজের দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে এই যে, প্রথম পর্যায়ের কাজ দ্বারা যারা

www.pathagar.com

নিজেদের সংশোধনের জন্যে প্রস্তুত হন, ইসলামকে বুঝতে অনুপ্রাণিত হন এবং এ জন্যে কিছু ত্যাগ তিতীক্ষারও মানসিকতা রাখেন তাদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। নিজ নিজ এলাকা থেকে এরূপ মহিলাদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের সংগঠিত করতে হবে। এদের মধ্যে সংশোধন ও কুরবানীর দিক থেকে যে যতোটুকু অগ্রসর হয় তার যোগ্যতা অনুসারে তাকে ততোটুকু দীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে সংগঠনকে অগ্রসর করতে হবে। এ ভাবেই আগেও কাজ হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে বর্তমানেও এভাবেই কাজ হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে শুধু মহিলাদের সংগঠিত করাই যথেষ্ট নয়। বরং সাথে সাথে তাদের যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত নৈতিক, মানসিক ও দীনি প্রশিক্ষণও প্রদান করতে হবে। যাতে করে যে মহান উদ্দেশ্যে তাকে সংগঠিত করা হয়েছে তার পর্যাপ্ত যোগ্যতা সে লাভ করে। যে মহান সংগ্রামের সে সৈনিক তার বিজয়ের প্রয়োজনীয় গুণাবলী যেনো সে অর্জন করতে পারে।

এ কাজের তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে এই যে, গোটা সমাজের সামগ্রিক সংস্কার সংশোধনের চেষ্টা ও সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। সমাজের এমন কোনো শ্রেণী যেনো না থাকে যারা দাওয়াত পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। এমন কোনো সমস্যা যেনো না থাকে যার ইসলামী সমাধান পেশ করা না হয়। সমাজে এমন কোনো রন্ধ্র যেনো না থাকে যেখানে আন্দোলনের কর্মী দাওয়াত পৌঁছায়নি এবং সংশোধনের জন্যে সেখানকার মহিলাদের উৎসাহিত করেনি। এভাবে সর্বত্র সর্বস্তরের লোকদের নিকট পৌঁছতে হবে। প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলিয়াত সম্পর্কে তাদের অন্তরে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে দিতে হবে। মানব সমাজের সকল সমস্যার সমাধান যে কেবলমাত্র ইসলামই দিতে পারে তাদেরকে স্পষ্টভাবে সে ধারণা দিয়ে দিতে হবে। ইসলামই যে সব সমস্যার 'মাস্টার কী'-সে অনুভূতি তাদের মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে হবে। এমনভাবে ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরতে হবে, যাতে করে মানুষ ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হয়। ইসলামী অনুশাসনে মানসিক শান্তি ও কল্যাণ লাভ এবং বরকতময় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়।

এ কাজের চতুর্থ অধ্যায় হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারের সংশোধন। আজকের

www.pathagar.com

দিনে মানুষের জীবনের প্রতিটি বিভাগ সরকার কর্তৃক প্রভাবিত। সরকারের তৈরী করা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নকশা অনুযায়ীই তৈরী হয় ভবিষ্যতের বংশধররা। সরকারের তৈরী করা রেডিও প্রোগ্রামই লোকেরা শুনে। সরকারের অনুমোদিত ফিল্মই সিনেমায় দেখানো হয়। টেলিভিশনের প্রোগ্রামেও আমাদের দেশে সরকারী কর্তৃপক্ষেরই তৈরী করা। ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারের বাণিজ্যিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এমনকি রাস্তায় চলতে হয় সরকারের নির্দেশিত নীতি অনুযায়ী। একটি চিঠি ছাড়তে হলেও তাতে লাগাতে হয় সরকারী সীল। আজকের যুগে জীবনের প্রতিটি দিকই প্রায়ই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। এমতাবস্থায় সরকার যদি সৎ সংশোধনকারী হয়, তবে তো তা জান্নাতের গাছ। যে গাছের ফল সুস্বাদু ছায়া সুশীতল, বায়ু সুরভিত এবং দৃশ্য সবুজ-তরতাজা। পক্ষান্তরে সরকার যদি খোদাভীরু না হয়, সে হয় যদি যালেম, স্বার্থপর ও দুষ্কৃতিকারী তবে তো তা দোযখেরই একটি গাছ। যার ফল হচ্ছে জ্বলন্ত কয়লা, ছায়া হচ্ছে অগ্নিশিখা, বায়ু হচ্ছে ধোঁয়া আর যার দৃশ্য হচ্ছে ভয়ানক।

তাই দীনি কাফেলাকে চেষ্টা সংগ্রাম করতে হবে অন্য লোকদের ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়ার এবং খোদাভীরু সৎ লোকদের ক্ষমতায় বসানোর। এভাবে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের কাজে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

● আদর্শ ইসলামী জামায়াতের বৈশিষ্ট্য

একটি আদর্শ ইসলামী দলের দৃষ্টিতে ধর্ম ও রাজনীতিতে কোনো প্রকার পার্থক্য নেই। এর একটি অন্যটির সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি হতে পারে না। ইসলাম স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের পূর্ণাংগ জীবন-ব্যবস্থা। মানব জীবনের কোনো একটি বিভাগও এ ব্যবস্থার বাইরে থাকতে পারে না। তাই কুরআন শিক্ষা দেয়া-জনসভায় বক্তৃতা করা, নামায আদায় করা, আদালত কক্ষে মোকাদ্দমার শুনানী এবং যুদ্ধের ময়দানে তলোয়ার পরিচালনা করা– এসবই দীনের অংশ এবং ইবাদত। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, এগুলো আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মোতাবেক হতে হবে। এবং এ সব তৎপরতার পিছে আল্লাহর সন্তোষ লাভই কাম্য হতে হবে।

www.pathagar.com

একটি আদর্শ ইসলামী জামায়াত ইসলাম প্রচারের এমন একটি সংগঠন যার কাজ হচ্ছে খোদার বান্দাদের সামনে পূর্ণাংগ ইসলামকে তুলে ধরা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের আশ্বস্ত করে তোলা; তাদের সুসংগঠিত করে নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদ রূপে তাদের গড়ে তোলা। এরূপ সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখার অর্থ কোনো ফের্কা, ধর্মীয় উপদল বা বিশেষ কোনো তরীকার সাথে সম্পর্ক রাখা নয়। বরঞ্চ এরূপ সংগঠনের সাথে সম্পর্ক গড়ার অর্থ হচ্ছে, জীবনের একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপথ স্থির করে দৃঢ়তার সাথে সে পথে অগ্রসর হওয়া। একটি মিশনের দায়ী হিসেবে আত্মনিয়োগ করা। ---- এ সম্পর্ক একজন দীন প্রচারক ও মুজাহিদের সম্পর্ক। এ সম্পর্কের একজন মানুষ জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করার বলিষ্ঠতা অর্জন করে।

দাওয়াত, সংগঠন ও সংশোধনের কাজ স্পষ্টই একটি বিপ্লবের কাজ। বর্তমান নোংরা সমাজ ব্যবস্থার উপর কোনো মুসলমানই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা প্রতিটি মুসলমানেরই কাম্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা তার দাবী। ঝরঝরে অট্টালিকার একটি মাত্র ইট পালটিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। গোটা অট্টালিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তনই তার উদ্দেশ্য। গোটা অট্টালিকাকে কেবলামুখী করাই তার সংগ্রাম। এ এক চূড়ান্ত বিপ্লবের কাজ। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজে রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা এবং অসংখ্য রকমের নির্যাতন আসবে। তাই এ কাজের জন্যে প্রয়োজন একটি আদর্শ সংগঠনের। যার সদস্য ও সদস্যরা হবে ইসলামের মূর্ত প্রতীক। যারা গোটা দুনিয়ার বিনিময়েও তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে জানেনা। তারা জানে তাদের লক্ষ্যস্থল জান্নাতে পৌঁছার পথ ফুল বিছানো নয়। এ পথে রয়েছে কাঁটার আঁচড়, সর্পের দংশন আর বন্য জন্তুর গর্জন।

ইসলাম তার অনুসারীদের নিকট তার পূর্ণাংগ বিধান মেনে চলার দাবী করে। তাকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবী করে। মানব জাতির নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বের --- সে দাবী করে। এ পথের যাবতীয় পরীক্ষণ অকাতরে ঃ ----- বরদাশ্‌ত করার দাবী সে করে। সে তার অনুসারীদের নিকট জান ও মালের নিঃশর্ত কুরবানী দাবী করে। এ যেনো

www.pathagar.com

একটি ব্যবসায়িক চুক্তি যা আল্লাহ তায়ালা তার মুমিন বান্দাহদের সাথে সম্পাদন করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-

"আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।" (সূরা ঃ তাওবাহ)

তাই এ কাজে নারী-পুরুষ প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। প্রত্যেককেই বাস্তবায়ন করতে হবে তার চুক্তি। তাদের প্রত্যেককেই নিজের জান্নাত নিজেকেই লাভ করতে হবে।

● ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ

যে মহান মালিক পুরুষ ও নারীকে প্রকৃতির সকল হেকমতের সাথে সৃষ্টি করেছেন, একই গর্ভে জন্ম ও একই কোলে লালন-পালন হওয়া সত্ত্বেও তিনি উভয়ের শারীরিক গঠন ও স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য করে দিয়েছেন। তিনি তাদের কর্মক্ষেত্রও পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। জীবনের গাড়ীর চাকায় তিনি উভয়কে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু উভয়ের কর্মসীমা আলাদা আলাদা। তিনি তাদের একজনকে অপরজনের সহযোগী ও সাহায্যকারী বানানোর সাথে সাথে একজনকে আরেকজনের মুখাপেক্ষীও করে দিয়েছেন। যেনো একজন অপরজনের আশ্রয় হতে পারে, একে অপরের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। নিজ নিজ স্থানে তারা উভয়েই উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এমন অনেক কাজ আছে যা নারীর পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে নারীর কর্মক্ষেত্রে এমন অনেক কাজ আছে যা সম্পাদন করা পুরুষের পক্ষেও সম্ভব নয়।

নারী-পুরুষ উভয়ই আল্লাহর বন্দেগীর দায়িত্ব পালনে সমান দায়িত্বশীল। রেসালাতের প্রতি অনুগত্যে সমান দায়ীত্বশীল। পরকালে জবাবদিহীও একইভাবে উভয়কেই করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়ের বৈশিষ্ট ও কর্মক্ষেত্র পৃথক। যেমন নাকি একটা ঘরের বহির্মূখী দরজাও থাকে এবং অভ্যন্তরীণ দরজাও থাকে। অথচ উভয় দরজাই একই ঘরের অংশ। এমনি করে ইসলাম নারী পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য পৃথক পৃথক করে দিয়েছে এবং উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর অধিকারী করেছে।

www.pathagar.com

৪. আদর্শ মুসলিম নারীর বৈশিষ্ট্য

নারী তার স্বামীর ঘরের কর্তী আর সংসারের যাবতীয় বহুমুখী কার্যক্রমের দায়িত্ব স্বামীর উপর। সন্তানদের লালন-পালন, ঘর সামলানো, সংসারের শৃংখলা বিধানও সম্পদের হেফাযত নারীর উপর অর্পিত। জীবিকা উপার্জন থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় বহির্মুখী দায়িত্ব স্বামীর উপর। অন্তর্মুখী কার্যক্রমই নারী স্বভাবের সংগে সামঞ্জশীল, লাজলজ্জা তার অলংকার। পর্দা তার ভূষণ। মসজিদে গিয়ে নামায পড়া তার জন্যে ফরয নয়। ঘরের নামাযই তার জন্যে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মসজিদে গেলেও তাদের পুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে পিছনে দাঁড়াতে হয়। তাদের জন্যে ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়ার নিয়ম আলাদা। নামায সেরে পুরুষদের আগেই তাদের মসজিদ ত্যাগ করতে হয়। রাস্তার মাঝখান দিয়ে নয়, বরং রাস্তার পাশ ঘেষে তাকে পথ চলতে হয়। ঘর থেকে বের হবার সময় তাকে ভালোভাবে শরীর ঢেকে পর্দা করে বের হতে হয়। সে ঝকঝকে পোষাক আর ঝনঝনে অলংকার পরিধান করে রাস্তায় বের হবেনা। উগ্র সেন্ট লাগিয়ে চলবেনা। মুহাররাম পুরুষ সাথে না নিয়ে সে সফর করবেনা। সে তার অংগ-প্রতঙ্গ, অলংকার ও ভূষণ প্রদর্শন করবেনা। অমুহাররামদের সাথে কথা বলবেনা। প্রয়োজন পড়লে শক্ত ভাষায় কথা বলবে, আলতো ভাষায় বলবেনা। শরীর দেখা যায় এমন সুক্ষ্ম কাপড় পরবেনা।

এগুলো হচ্ছে, সে সব হিদায়াত যা একটি ইসলামী সামজে নারীদের কর্তব্য কাজ হয়ে থাকে। মুসলিম নারী তার জীবনকে এ ছাঁচে ঢেলে গড়ে নেবে। এসব হিদায়াতের পূর্ণাংগ আনুগত্য করেই সে তার ঈমানী দায়িত্ব পালন করবে।

একজন নেক স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "সঞ্চয় করার

www.pathagar.com

সর্বোত্তম সামগ্রী কি–আমি কি তোমাদের তা বলবো? –তা হচ্ছে-নেক স্ত্রী। অতঃপর তিনি নেক স্ত্রীর গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

"তার প্রতি তাকালে স্বামী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। স্বামী কোনো কাজের আদেশ করলে সে আন্তরিকতার সাথে তা পালন করে। স্বামী বাইরে গেলে সে স্বামীর ঘর, সন্তানাদি ও নিজ ইয্যত আবরুর পূর্ণ হিফাযত করে।"

মোট কথা ইসলামী অনুশাসনই একজন নারীকে আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত করে দেয়। একজন প্রকৃত মুসলিম নারী স্ত্রী হিসেবে আদর্শ স্ত্রী ও বিপদে মুসীবতে সে সবর করে থাকে। স্বামীর দুঃখ-কষ্টে সে একজন পরম ধৈর্যশীল বন্ধু হয়ে থাকে। প্রাচুর্যে তার মধ্যে কোনো অহংকার থাকেনা বরঞ্চ সে মহান মালিকের প্রতি বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। একজন মুমিন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর প্রতি তার অসংখ্য দায়িত্ব কর্তব্য হয়ে থাকে। আর ইসলামে এ দায়িত্ব পালন তার জন্যে বড়ই মর্যাদাকর। ইসলামে নেক স্ত্রীর মর্যাদা এখান থেকেই বুঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রীর জন্যে যা কিছু খরচ করে এমনকি স্ত্রীর প্রতিটি লোকমা স্বামীর জন্যে ইবাদত বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। আর এটা হচ্ছে সবর, শোকর ও ইসলামী অনুশাসনের প্রতি তার আনুগত্যের বিনিময়।

কন্যা হিসেবেও এখানে সে একজন অনুগত আদর্শ কন্যা হয়ে থাকে। সে তার পিতা-মাতার প্রতি অশেষ মহব্বত পোষণ করে। ভাই বোনদের প্রতি স্নেহময়ী হয়ে থাকে। সে মায়ের কাজে সহযোগিতা করে আর পিতার চক্ষু করে শীতল। এমন দু'টি কন্যাকে লালন-পালন করে বিয়ে –শাদী দিয়ে নেক স্বামীর ঘরে যে পিতা-মাতা পৌছে দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

মা হিসেবেও সে আদর্শ মা হয়ে থাকে। তার আদর যত্ন ও ভালোবাসা সন্তানের জন্যে দুনিয়াতে সবচাইতে বড় নিয়ামত হয়ে থাকে। সে বিনিদ্র রজনী জেগে সন্তানের লালন-পালন করে। পরম আন্তরিকতার সাথে সে এ কাজ করে থাকে। নিজে ভিজা স্থানে শুয়ে সন্তানকে শুষ্ক স্থানে শুতে দেয়। শরীরের রক্ত নিংড়িয়ে সে সন্তানকে দুধ পান করায়। সন্তানের জন্যে সে চরম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করে। এসব কিছুই সে পরম আন্তরিকতার সাথে বিনা পারিশ্রমিকে করে থাকে। এমন মুমিন মায়ের খেদমতের জন্যে

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার তাকীদ করেছেন। এমন মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

● কুরআনে মুসলিম নারীর চিত্র

কুরআন মজীদে ঈমানদার নারীর বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর চিত্র অংকিত হয়েছে। এসব গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে একজন ঈমানদার নারী দুনিয়া ও আখিরাতে বিরাট মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। নিম্নে এরূপ কতিপয় গুণাবলীর উল্লেখ করা গেলো ঃ

১. **মুসলিমাত** مُسْلِمَاتٍ ঃ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত। সর্বক্ষণ তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় নিরত থাকে।

২. **মু'মিনাত** مُؤْمِنَاتٍ ঃ তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার। তাদের ঈমানের উপর তারা অটল অবিচল। আর তাদের আমল তাদের ঈমানেরই প্রতিবিম্ব।

৩. **ক্বানিতাত** قَانِتَاتٍ ঃ জীবনের প্রতিটি কাজে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যশীলা। তাঁকেই প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখে।

৪. **সাদিকাত** صَادِقَاتٍ ঃ তারা স্পষ্ট ভাষিণী ও সত্যবাদিনী হয়ে থাকে। মিথ্যা থেকে তাদের যবান সুরক্ষিত।

৫. **সাবিরাত** صَابِرَاتٍ ঃ কঠিন অবস্থায়ও তারা হকের উপর অটল অবিচল থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর তারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে।

৬. **খা-শিআত** خَاشِعَاتٍ ঃ তারা খোদার সম্মুখে ভীত অবনত। তারা তাঁর মর্জির খেলাপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনা।

৭. **মুতাসাদ্দিকাত** مُتَصَدِّقَاتٍ ঃ তারা নিজেদের সম্পদ থেকে দান করে থাকে। মিসকীন ও নিকটাত্মীয়ের হক তারা আদায় করে। তারা সব সময় দান খয়রাতে অভ্যস্ত।

৮. **সায়িমাত** صَائِمَاتٍ ঃ তারা রোযাদার হয়ে থাকে। ফরয রোযা ছাড়াও তারা নফল রোযা রাখে।

৯. **হাফিযাত** حَافِظَاتٍ ঃ তারা পুত চরিত্রের হয়ে থাকে। তারা নিজেদের পবিত্রতা ও ইয্যত আবরুর সংরক্ষণকারিণী।

www.pathagar.com

১০. যাকিরাত ذَاكِرَاتٍ ঃ খোদার স্মরণে সর্বদা সিক্ত থাকে তাদের অন্তর ও যবান। তাঁরই উপর তারা ভরসা করে থাকে।

১১. মুহছিনাত مُحْسِنَاتٍ ঃ তারা নিষ্পাপ, পরহেযগার ও নেককার হয়ে থাকে। তারা পরিচ্ছন্ন প্রাণ ও সরলমনা হয়ে থাকে।

১২. মুহসিনাত مُحْسِنَاتٍ ঃ সৎকর্মে তারা উদ্দীপনাময়ী হয়ে থাকে। তারা অধিক সৎকাজ করে থাকে।

তাদের অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে স্বামীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, আমানতদারী ও সেবা পরায়ণতা। স্বামীর যাবতীয় গোপনীয়তাকে তারা সংরক্ষণ করে থাকে, তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে। মোটকথা একজন আদর্শ মুসলিম নারী অতি উচ্চ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে।

● কুরআন মজীদে দু'জন আদর্শ নারীর উদাহরণ

মুসলিম নারীর প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বর্ণনা করার সাথে সাথে কুরআন মজীদ দু'জন আদর্শ নারীর উপমাও পেশ করেছে।

তাদের একজন হলেন ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আসীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা আর দ্বিতীয়জন হলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালারে মাতা হযরত মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।

আসীয়া ছিলেন মিশরের যালেম, নিষ্ঠুর ও অহংকারী সম্রাট ফেরাউনের স্ত্রী। স্বামীর রাজমহলে উপভোগের সমস্ত উপকরণই মওজুদ ছিলো তার জন্যে। বস্তুবাদী বিলাসিতার সয়লাবে নিজকে ভাসিয়ে দেবার সমস্ত সুযোগ তার হাতে ছিলো। পক্ষান্তরে সেখানে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক রাখার, তার ইবাদত বন্দেগী করার এবং তার গোলাম হয়ে থাকার কোনো সুযোগই ছিলোনা। তার স্বামী ফেরাউন ছিলো খোদায়ীর দাবীদার। যুলুম ও নিষ্ঠুরতা ছিলো তার কর্মনীতি। সেই নিষ্ঠুর প্রতাপশালী ব্যক্তিটিরই ঘরে তারই অধীনে থেকে আসীয়া ইসলাম কবুল করেন। মুসলমান হবার ঘোষণা প্রদান করেন এবং আজীবন দারুণ দুঃখ-মুসীবত ও অত্যাচার নির্যাতন অকাতরে সয়ে যান। অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে ফেরাউন তাকে শহীদ করতে পেরেছে, কিন্তু তার ঈমানকে বিন্দুমাত্র টলাতে সক্ষম হয়নি। সম্রাট ফেরাউনের অস্ত্র ও সেনাবাহিনীর চাইতেও

www.pathagar.com

মজবুত ছিলো আসীয়ার ঈমান। তার ঈমান ছিলো দুর্বার-দুর্জয়। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বাতিল শক্তিও হয়েছে তাঁর ঈমানের কাছে পরাস্ত। তিনি এ পথে কোনো কিছুরই পরোয়া করেননি। রাজপ্রাসাদ, আরাম আয়েশ ও সম্পদ-সম্ভোগ কোনো কিছুর মোহই তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। তিনি কেবল তার মালিকেরই আনুগত্য করেছেন। কেবল তাঁকেই পরোয়া করেছেন। কেবল তারই সন্তুষ্টির জন্যে সর্বস্ব কুরবানী করেছেন। তিনি কেবল আল্লাহরই দাসী ছিলেন। আল্লাহর দুশমনদের হাতে বন্দি থেকেও তাঁদরে বিরুদ্ধে ছিলেন বিদ্রোহী, তৎকালীন বস্তুবাদী দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি তার স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর কর্তৃত্বের উপর স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত হননি। গোটা দুনিয়ার সামগ্রীর তুলনায় আল্লাহর সন্তোষ আর জান্নাত লাভকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাইতো নির্যাতনের নির্মম যাতাকলে নিষ্পিষ্ট হতে থেকেও তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ

رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ –

"ওগো আমার রব! আমার জন্যে তোমার নিকট জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করো আর যালেমদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও।"(তাহরীম-১১)

দ্বিতীয়জন হলেন হযরত মরিয়ম। একটা ফাসেক ব্যভিচারী সমাজে থেকেও খোদাভীতি ও চারিত্রিক পবিত্রতার কারণে তিনি আল্লাহর নিকট বিরাট মর্যাদা লাভ করেন। অতঃপর তারই গর্ভে জন্ম নেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম।

● কুরআন মজীদে দু'জন নিকৃষ্ট নারীর উদাহরণ

দু'জন নিকৃষ্ট নারীর উদাহরণও কুরআন মজীদ বর্ণনা করেছে। এদের নীতি ও পন্থা অনুসরণ করা কিছুতেই কোনো মুসলিম নারীর জন্যে কাম্য নয়।

এদের একজন হচ্ছে হযরত নূহ আলাইহিস্‌সালামের স্ত্রী। আর অপরজন হচ্ছে হযরত লূত আলাইহিস্‌সালামের স্ত্রী।

www.pathagar.com

এরা দু'জনই তাদের সমকালীন দু'জন সেরা মানুষের স্ত্রী ছিলো। ছিলো দু'জন নবীর স্ত্রী। নবী দ্বয়ের পবিত্র আচরণ, মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের নিকট ছিলো শিশিরের মতো স্বচ্ছ পরিষ্কার। কিন্তু এ বদ নসীব নারীদ্বয়ের অন্তরে এমন সীল মোহর লেগে গিয়েছিলো যে, মহান নবীদ্বয়ের হিদায়াত তাদের অন্তরে প্রবেশই করতোনা। তাদের যেনো দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও মন-মস্তিষ্ক সবই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তারা যেনো মানুষের আকৃতিতে ভেড়া বকরী ছিলো। শুধু তাই নয়, তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে খোদাদ্রোহী যালিমদের সহযোগিতা পর্যন্ত করতো। পরিণামে নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের জাহান্নামী বলে ঘোষণা দেয়া হলো।

এ দু'টি উদাহরণ দ্বারা কুরআন মজীদ আমাদের এ শিক্ষাই প্রদান করছে যে সত্যিকার ঈমানদার হলে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশেও আল্লাহর সন্তোষ ও পুরস্কার লাভ করা সম্ভব। আর ঈমান ও চারিত্রিক দৃঢ়তা না থাকলে নবীর স্ত্রী হলেও মানুষ জাহান্নামে নিপতিত হবার যোগ্য হয়ে পড়ে। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তম কন্যা ফাতিমা ও ফুফু সুফিয়াকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরকালের চিন্তা করো। নবীর কন্যা ও ফুফু হবার কথা চিন্তা করে বসে থেকোনা। আখিরাতের জবাবদিহি প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে। নিজের আমল ছাড়া অন্য কিছুই কাউকেও বাঁচাতে পারবেনা।

বাস্। এখন একথা মনে রাখতে হবে যে, আদালতে আখিরাতে প্রতিটি মানুষকেই নিজের আমলের জবাবদিহি নিজেকেই করতে হবে। চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। সেখানে কেউ অপরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না এবং জাহান্নাম থেকেও বাঁচাতে পারবেনা। তাই একজন মুমিন নারীকে হযরত আসীয়া ও মরিয়মের মতো প্রতিকূল পরিবেশে থাকতে হলেও ঈমানী যিন্দেগী যাপন করার জন্যে সংগ্রাম করে যেতে হবে। নিজের পরিবেশকে ঈমানের রং-এ রাংগিয়ে তোলার জন্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হবে। খোদার কালামের চর্চা দ্বারা ইসলামী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِى بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ -

"হে নারীরা! তোমাদের ঘরে আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের যে আলোচনা হয় তা চর্চা করতে থাকো।"

www.pathagar.com

৫. ইসলামী সমাজে পাশ্চাত্য বেহায়াপনার অনুপ্রবেশ

● পাশ্চাত্য সমাজে নারীর দুর্গতি

পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সমাজ নারী জাতিকে তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র থেকে বের করে এনে মাঠে-ময়দানে, কলে-কারখানায়, অফিস-আদালতে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুরুষের কঠোর কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করে দিয়েছে। মনোহরী শ্লোগানের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের কর্মসীমা ছাড়িয়ে এনে চরম নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। এর ফলে, তাদের স্বাধীনতা ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছে। তাদের ইয্যত আবরু বিনষ্ট হয়েছে এবং তারা নিকৃষ্ট ধরনের পণ্য-দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নারীদের যে ক্ষতি সাধন করেছে তার কয়েকটি দিক নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

নারীদের কর্মসীমায় তারা ছিলো স্বাধীন। ঘর-সংসারে তারা ছিলো কর্তী। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলনা। এখন তাদেরকে পুরুষের কর্মসীমায় টেনে এনে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী করে দেয়া হয়েছে। এ ময়দান সম্পূর্ণ তাদের প্রকৃতি বিরোধী। নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এখানে তাদের জন্যে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই এ ময়দানে টিকে থাকার জন্যে পুরুষদের হাতে তাদের স্বাধীন সত্তা ও ইয্যত আবরু জলাঞ্জলী দিতে হয়েছে। এখানে টিকে থাকার জন্যে নিজেদের ঘর-সংসারকে বিরাণ করে দিতে হয়েছে। সন্তান-সন্ততি বঞ্চিত হয়েছে তাদের স্নেহ-আদর থেকে। নিঃশেষ হয়েছে দাম্পত্য জীবনের সুনীবিড় সৌন্দর্য মাধুরী।

পুরুষদের সাথে খোলা ময়দানে চলে আসার কারণে পুরুষদের পাশবিক তাড়নায় তাদেরকে সব সময় এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যদিয়ে কালাতিপাত করতে হয়। আর এ বিপদ তাদের গ্রাস করেই আছে।

একদিকে সন্তান জন্মদানের মতো কঠিন দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। এছাড়া তার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিগত আরো অনেক দুর্বলতা। এসব সত্ত্বেও তার উপর পুরুষদের সমান বহির্মুখী কাজ চাপানো তার প্রতি এক বিরাট যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

মেয়েদের পুরুষদের ময়দানে টেনে আনার ফলে আজ পাশ্চাত্যে আত্মীয়তা ও পারিবারিক কাঠামো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এতে করে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধও শেষ হয়ে গেছে। এমনকি সে সমাজে বৃদ্ধ বয়সের পিতা-মাতার দায়িত্বও সন্তান গ্রহণ করেনা।

পারিবারিক কাঠামো ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে যাবার ফলে পাশ্চাত্যের জীবনধারা থেকে লজ্জা-শরম, শিষ্টাচার, সহযোগিতা, সহমর্মীতা, মহব্বত-ভালবাসা, স্নেহ-আদর, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা প্রভৃতি মহত গুণাবলী বিদায় নিয়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যকার পবিত্র সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন এটা ব্যবসায়িক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। জিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, গর্ভপাত, জারজ সন্তান এগুলো রসমে পরিণত হয়েছে। লাম্পাট্য বেশ্যাবৃত্তিকে বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এমনকি তারা এখন পরের জন্যে গর্ভ ভাড়ার মতো হীনতম ব্যবসায়িক কার্যক্রমে পর্যন্ত লিপ্ত হয়েছে।

মোটকথা, কোনো দেশ বা জাতির অবস্থা জানতে হলে সে দেশের পারিবারিক জীবনের অবস্থা জেনে নেয়াই যথেষ্ট। পরিবারের রূপ যা হয়ে থাকে দেশের চিত্রও তা-ই হয়ে থাকে। জনগণের সংসার যদি ঋণী হয় তবে দেশও ঋণের হাত থেকে বাঁচতে পারেনা। সামাজিক জীবনে পরিবারে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আস্থা ও বিশ্বস্ততা না থাকে তবে দেশ হিসেবেও তারা বিদেশের সাথে আস্থা ও বিশ্বস্ততার কাজ করতে পারেনা। পারিবারিক জীবনে যদি ইনসাফ ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তাদের জাতীয় জীবনেও তা হতে পারেনা। পারিবারিক জীবনে যদি সুখ-শান্তি না থাকে তবে জাতীয় জীবনেও তা থাকেনা।

● আমাদের সমাজে পাশ্চাত্যের অনুগমন

আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে, পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক গোলামী ও অন্ধ অনুকরণ আজ আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমাদের পারিবারিক জীবন আজ ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের ঘরের শান্তি বিলুপ্ত হচ্ছে। সংসার উজার হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ক তিক্ততায় পরিণত হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনের আস্থা, শান্তি ও নিরাপত্তা বিদূরিত হচ্ছে। নৈতিক অধঃপতন সমাজদেহকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আত্মসংযম, সবর

www.pathagar.com

ও শিষ্ঠাচার বিদায় নিচ্ছে। কামনা-বাসনার দাসত্ব জীবন ধারার সাথে মিশে যাচ্ছে।

অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা ও দুষ্কর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। তথাকথিত জন্ম নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের নৈতিক ভিতে ধস সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। প্রগতির নামে বস্তুবাদী অপসংস্কৃতির মাধ্যমে জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

সহশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশকেও নোংরা করে দেয়া হয়েছে। অথচ আজ পাশ্চাত্যবাসীরাও সহশিক্ষার ধ্বংসাত্মক পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্যে পথ খুঁজছে।

নাচ-গান, সিনেমা-নাটক, রেডিও-টেলিভিশন ও ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে অশ্লীলতার সাধারণ প্রচার ও প্রদর্শনী চলছে। জাতির শিশু, কিশোর ও যুব সমাজের নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে এগুলো প্লাবনের মতো কাজ করে যাচ্ছে। এসব অশ্লীল ও অনৈতিক বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে সেগুলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য-পুস্তকেও সংযোজন করা হয়েছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নাস্তিকতা ও অনৈতিকতা আজ আমাদের শিক্ষার মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গণগুলো অনৈতিক কার্যক্রমের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আমাদের সমাজের বিত্তবান ও আদর্শহীন নেতারাই আজ যাবতীয় অশ্লীল কাজের হোতা ও উদ্যোক্তা।

---

www.pathagar.com

৬. মুসলিম নারীদের ঐতিহাসিক আদর্শ

এখন যেসব মহিলা মুসলিম সমাজ ও মুসলিম নারীদেরকে এ চরম অধঃপতন ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে এঁদের মধ্যে সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজের তীব্র অনুভূতি ও আকুল জজবা রাখে তাঁদের সমানে পড়ে আছে পর্বতময় কাজ। তাঁদের সামনে রয়েছে অসংখ্য কর্তব্য। তাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে সীমাহীন দায়িত্ব। বস্তুত যেসব মহিলা দীনের জ্ঞান রাখেন, তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবি এ কাজের মধ্যেই নিহিত আছে বলে মনে করেন। আল্লাহ্‌র পথে কাজ করাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র বান্দীদেরকে তাঁর পথে ডাকার তৎপরতাই তাদের জীবন সংগ্রাম হয়ে থাকে। পরিণামে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ ও পরকালের মুক্তিই তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে থাকে।

বস্তুত এ কাজ তাদের জন্যে কোনো নতুন কাজ নয়। পূর্ব থেকেই আল্লাহর বান্দীরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছেন। ইসলামের ইতিহাসে দীনের কাজে মুসলিম মহিলাদের অবদান সোনালী হরফে লেখা আছে। আর তাদের এ অবদান তাদের পারলৌকিক জীবনের সামগ্রী।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ওহীপ্রাপ্ত হয়ে হেরা গুহা থেকে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় ফিরে এসে তাঁর স্ত্রী খাদিজাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ "খাদীজা, আমার জীবনের আশংকা হয়।" কারণ তিনি যা দেখেছিলেন তাতে তিনি ভীত হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ঘটনা শুনে খাদিজা বললেন ঃ "না, আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কারণ, আপনি সত্যবাদী, আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের ভালবাসেন। বিধবা ও ইয়াতীমদের সাহায্য করেন। মেহমানদারী করে থাকেন। বিপদগ্রস্তদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করেন। আল্লাহ কখনো আপনার ক্ষতি সাধন করতে পারেননা।" এ হলো উম্মতের মাতার দৃপ্ত সাহসী মন্তব্য।

www.pathagar.com

এ সাহসী কণ্ঠই চরম বিরোধিতার ময়দানে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। তিনিই তাঁকে মুসীবতে সান্ত্বনা দিয়েছেন। দুঃখেও সুখ দিয়েছেন। তিনিই তাঁর চিন্তাকে আনন্দে পরিণত করেছেন। কষ্টকে আরামে পরিণত করেছেন। দারিদ্রকে স্বচ্ছলতায় পরিণত করেছেন। ক্লান্তিকে শান্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। বিপদকাতর মনকে মধুময় করেছেন। মহান মালিকের সাহায্য ও আশ্রয়ের কথা স্মরণ করিয়েছেন। এভাবে চতুর্মুখী বিরোধিতার মোকাবেলায় তিনি দা'য়ীয়ে হক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সুদৃঢ় আশ্রয় হিসেবে কাজ করেছেন।

তিনি ছিলেন মুমিনদের মা হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা। পরকালে আল্লাহ তাঁকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত করুন। তাঁর আদর্শ দুনিয়ার সর্বকালের মুসলিম মহিলাদের জন্যে চিরন্তন আদর্শ। তিনি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজে সর্বাধিক সাহায্য করে গেছেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও প্রজ্ঞাময়ী। তিনি তার স্বামী সম্পর্কে দিবালোকের মতো স্বচ্ছ ধারণা রাখতেন। তাইতো দেখি যেখানে হেরার গুহার ঘটনায় স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মহান ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত ভীত ও আতংকিত হয়ে গিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে এ ঘটনা শুনে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হননি, তার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা বলে প্রত্যয়ী ও সাহসী হয়ে উঠেন। আতংকিত স্বামীর মনে সাহস সঞ্চার করেন। তাকে আশ্বস্ত ও প্রত্যয়ী করে তোলেন। তিনি এতই বিচক্ষণ ছিলেন যে, এ ঘটনা বিশ্লেষণের জন্যে স্বামীকে যে উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট নেয়া প্রয়োজন ছিলো ঠিক সে ব্যক্তিটির কাছেই তিনি তাঁকে নিয়েছেন। দুনিয়াতে এমন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া ক'জন মানুষের জন্যে সম্ভব হয়? নবুওয়াত লাভের ক্রান্তিকালে এ দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন নবুওয়াতের দুর্জয় আশ্রয়। তিনি তাঁর মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক যোগ্যতার সবটুকু দীনের পথে স্বামীর সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতায় ব্যয় করেছেন। এ পথে তিনি স্বামীর সাথে বন্দী জীবন যাপনও করেছেন।

এ গৌরব একজন নারীর। তাঁর এক্কার এ ইহসানের হক নারী জাতি কখনো আদায় করতে পারবে না। ইসলাম নামের যে গাছটি, তা যখন মরুবালিতে অংকুরিত হয় তখন তিনিই পানি ঢেলে ঢেলে তাকে তরতাজা করে তুলেছিলেন।

www.pathagar.com

রাসূলে করীমের দাওয়াতে তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন। এ গৌরবও একজন নারীর। দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে তাঁর অবদান চির স্মরণীয়। তাঁর ইন্তেকালের শোক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ভুলেননি। মৃত খাদিজা আজীবন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিতে ছিলেন জীবন্ত প্রেরণাময়ী।

দীনের কাজ যতোই প্রসারিত হচ্ছিল, ততোই পুরুষদের সাথে সাথে মহিলারাও এ কাজে অংশ নিচ্ছিলেন। ইসলামের প্রথম শহীদ একজন নারী। সুতরাং শাহাদাতের প্রথম গৌরবও মহিলারাই অর্জন করেছেন। আবু জেহেলের আঘাতে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা সর্বপ্রথম তাঁর মালিকের দরবারে শাহাদাতের রক্ত নিয়ে হাযির হন। হযরত উমর একজন মহিলা কর্তৃক প্রভাবিত হয়েই ইসলাম কবুল করেন। তিনি ছিলেন তাঁর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব। ভাইয়ের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও তিনি ভাইকে দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দেন ঃ "উমর! তোমার যা ইচ্ছা করতে পারো, আমরা ইসলাম ত্যাগ করবোনা।" এ হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক বাক্য যা উমরকে কুচকুচে কালো অন্ধকারের কালিমা থেকে বের করে এনে নূরের জ্যোতির্ময় আলোকে অভিভূত করে রেখে দেয়।

আরেকজন নারী হলেন আসমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা। তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা। তাঁর ছিলো বিপ্লবী সাহস। তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করেন। পথিমধ্যে পর্বতের গুহায় তাঁরা অবস্থান নেন। কাফেররা হন্যে হয়ে চতুর্দিকে তাদের খুঁজছে। এ বিপদসংকুল পরিবেশে তিন দিন যাবত তিনি সেখানে তাঁদের খাবার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। কাফেররা অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁর কাছে খোঁজ নিতে আসে তাঁর পিতা ও রাসূলুল্লাহর। তিনি তাদের হাতে চড় খেয়েছেন বটে কিন্তু তাঁদের অবস্থানের গোপনীয়তাকে প্রকাশ করেননি। দীনের পথে মহিলারা কতো বড় বিশ্বস্ত হতে পারেন তিনি ছিলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। নারীরা বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ওহুদের যুদ্ধে কোনো কোনো নারীর ভূমিকা তো ছিলো অপরিসীম। যুদ্ধের ময়দানে স্বামী ও ভাইয়ের লাশ দেখে তারা মাতম করেননি। বরঞ্চ অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন বীরাংগনার বেশে।

www.pathagar.com

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও নারীরা পেছনে ছিলেননা। তারা রাসূলে খোদার নিকট এসে দীনের শিক্ষা লাভ করতেন। আবার তাদেরকে ঘিরে গড়ে উঠতো মহিলাদের জ্ঞান চর্চার আসর। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার হাজার হাদীস মহিলাদের দ্বারা বর্ণিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। মোট কথা, দীনের পথে স্বামীদের সাহায্য-সহযোগিতা সবর, শোকর, ত্যাগ, কুরবানী, দীনের প্রচার, দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জ্ঞান চর্চা, ইবাদত ও সাংসারিক দায়িত্ব পালন সর্বক্ষেত্রেই রাসূলে খোদার মহিলা সাহাবীরা ছিলেন আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য। এ হচ্ছে আমাদের পূর্বকালের মা-বোনদের সোনালী কাহিনী, যা ইতিহাসের পাতায় খোদাই করা আছে। এ ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাঁদের পরকাল গড়ার ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় পেছনে ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের দীনি দায়িত্ব পুরুষদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। তাঁরা এমনটিও কখনো চিন্তা করেননি যে, সমাজ যেদিকে চলেছে আমরা সেদিকে চলবো। বরঞ্চ পূর্ণ বুঝ ও সচেতনার সাথে তাঁরা জীবন লক্ষ্যে পৌছার জন্যে বিরাট বিরাট ত্যাগ ও কুরবানীর নযীর পেশ করে গেছেন।

---

www.pathagar.com

৭. ইসলামী সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা ও নারী

আজ যখন আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অনৈসলামিক সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা ও ক্রিয়াকলাপের বন্যা বয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আধুনিক জাহেলিয়াতের পতাকাবাহী মেয়েরা এগুলোকে আমাদের ঘর ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে দিচ্ছে, তখন এ প্লাবনের মোকাবিলায় আমাদের ঈমানদার খোদাভীরু মা-বোনদের কি কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই?

নিঃসন্দেহে এর মোকাবিলায় তাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে এ বন্যার মুখে বাঁধ দিতে হবে, এ বন্যার গতিকে স্তব্ধ করে দিতে হবে। বন্যার বিধ্বংসী উগ্র পানিকে উর্বর স্রোতস্বিনীতে পরিণত করতে হবে। এমনি করে নিজেদের ঘর ও সমাজকে বিধ্বংসী বন্যার কবল থেকে বাঁচাতে হবে। এবং সে স্থলে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির কল্যাণময় স্রোতধারা বইয়ে দিতে হবে। নিজেদের সন্তান-সন্ততি, স্বামী, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে এসব অন্যায়ের বন্যা থেকে রক্ষা করে তাদের মধ্যে ইসলামের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিতে হবে। কুরআনী সভ্যতায় নিজেদের ঘর ও সমাজকে জ্যোতির্ময় করে তোলার জন্যে নিজেদের যাবতীয় প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে হবে।

এমনি করে জীবনের প্রতিটি গতিপথের যেখানে যেখানে শয়তান আর তার চেলা চামুন্ডরা জেকে বসে আছে সর্বত্র তাদের আসন টলটলায়মান করে দিতে হবে। এজন্যে নিজের জীবনকে এক অবিশ্রান্ত সংগ্রামে নিয়োজিত করতে হবে। আর সংগ্রাম ততোক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে যতোক্ষণ না সমাজ থেকে শয়তান আর তার যাবতীয় প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং গোটা সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহর রংগে রংগীণ হয়ে ঝলমলিয়ে উঠে।

আজও আল্লাহর রহমতে প্রতিটি মুসলিম ঘরে কমবেশী কিছু না কিছু ঈমানের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে আছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম মা-বোনদের ঈমান ও খোদাভীতির কারণেই তা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

মূলত সমাজের দূর্গ হচ্ছে ঘর। আর ঘরের দ্বার-রক্ষী হচ্ছেন মহিলারা। তাই মহিলারা যা কিছু ঘরে প্রবেশ করাবেন, ঘরে তাই প্রবেশ হবে। আর তারা যা প্রবেশ হতে দেবেননা তা কখনো ঘরে প্রবেশ হতে পারেনা। সুতরাং আমাদের সমাজের দূর্গরক্ষী মা-বোনেরা খাঁটি ঈমানদার ও বলিষ্ঠ মুসলিমের ভূমিকা পালন করতে পারলে আমাদের সমাজ অনৈসলামের সয়লাব থেকে সহজেই বাঁচতে পারে। আর একথা খুবই পরিষ্কার, তারা যদি এক্ষেত্রে বীরাংগণার বেশে বলিষ্ঠ দূর্জয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন তবে পুরুষরা কোনো অবস্থাতেই সমাজকে অন্যায়ের পথে ঠেলে দিতে সক্ষম হবেনা।

আমাদের সমাজের দীনদার পুরুষকরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার এক দুর্নিবার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। তারা কখনো পাড়ি দিচ্ছেন উত্তাল তরংগ, আবার কখনো রক্ত পাথার। তাদের সামনে আসে কখনো বাধার কাটাবন আবার বিরোধিতার জগদ্দল। তারা থাকেন কখনো রাজ পথে, কখনো কারাগারে। মোটকথা, নানারকম বিপদ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-নির্যাতন সইয়ে তাঁরা নিরত রয়েছেন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রামে। ময়দানের মুখোমুখি সংগ্রামে মহিলাদের আসতে হবে না তা ঠিক। কিন্তু যেভাবে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা, হযরত সুফিয়া, হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) ও অন্যান্য মহিলাগণ জিহাদের ময়দানের মুজাহিদদের পানি পান করিয়েছেন, তীর ধনুক এগিয়ে দিয়েছেন, আহতদের সেবা-চিকিৎসা করেছেন, তাবুর রসদ ও অস্ত্রের হিফাযত করেছেন, আপন আপন পুরুষদের উৎসাহিত করেছেন। আজো মহিলারা ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রামে পুরুষদের নার্সিং-এর সে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাছাড়া মহিলাদের মধ্যে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে সমাজের অর্ধাংশে ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী করতে পারেন। তাই সমাজে ইসলামী বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে দীনদার মা-বোনদের কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজের কথা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. সর্বপ্রথম আপনাদের যে কাজটিতে হাত দিতে হবে এবং আজীবন করে যেতে হবে, তা হচ্ছে ইসলামের জ্ঞানার্জন। মূলত, আপনারা যে ইসলামের জন্যে কাজ করেছেন, সে ইসলাম সম্পর্কেই যদি আপনাদের পরিষ্কার ধারণা না থাকে, তাহলে আপনরা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেননা। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানতে হবে ইসলাম কি

www.pathagar.com

জিনিস আর জাহেলিয়াত কি জিনিস। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকলে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে যেতে পারে। এ জ্ঞান ছাড়া আপনারা জানতেই পারবেননা যে ইসলাম আপনাদের নিকট কি কি জিনিস দাবী করে কি কি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলে। পরকালে কিসের জন্যে আপনাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে আর কিসে আপনাদের মুক্তি লাভ হবে। আপনাদেরকে আল্লাহ, রাসূল ও পরকাল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে হবে। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য সম্পর্কে আপনাদেরকে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। মনে রাখবেন দীন প্রচারের কাজে দীনের জ্ঞান লাভ পহেলা শর্ত। আপনারা আপনাদের মাতৃভাষায় কুরআনের তাফসীর হাদীস ও ইসলামের উপর লেখা সাহিত্য নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করুন। প্রতিদিন নিজের জ্ঞানের রাজপথকে একধাপ এগিয়ে দিন। যতোই আপনার জ্ঞান বাড়বে, ততোই আপনার ভাল লাগবে, মন বড় হবে, সাহস বাড়বে এবং আপনি সংগ্রামী দীনদার হয়ে উঠবেন।

২. আপনাদের দুই নম্বর কাজ হচ্ছে আপনারা আপনাদের পুরুষদের সাথে প্রেম ভালবাসা ও মহব্বতের হক আদায় করুন। বিশেষ করে যাদের পুরুষরা বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন তাদের এ দায়িত অধিকভাবে পালন করা উচিত। কারণ প্রতিষ্ঠিত বাতিলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছেন তারা তো এমন এক পরিস্থিতির শিকার হন যে, তাদের পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বন্ধুত্ব খতম হয়ে যায়। জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে আসে। বিপদ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট সর্পিল ছায়া বিস্তার করে। এমতাবস্থায় তাদের একান্ত আবাস ঘরের পরিবেশ যদি প্রশান্তিকর না হয় তবে তারা বড়ই কষ্টকর অবস্থায় নিপতিত হতে বাধ্য। তাই আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনের বীর পুরুষদের সংগী হতে পারায় আপনারা আল্লাহর শোকর আদায় করুন। তাদের জন্যে ঘরের পরিবেশকে শান্তিময় সুখের জান্নাতে পরিণত করুন। তাদের সান্ত্বনা দিন, উৎসাহিত করুন এবং তাদের উদ্যম বাড়িয়ে দিন। তাদের জিহাদী জীবনে আপনারা তাদের ডান হাতের হাতিয়ার হোন। আপনার স্বামী বাইরে থেকে ক্লান্ত হয়ে এলে আপনি তাকে সজীব করে তুলুন। অশান্ত হয়ে এলে আপনি তাকে শান্ত করে তুলুল। দুঃখ নিয়ে এলে আপনি তার মনে সুখের ফোয়ারা সৃষ্টি করুন। আত্মীয়-

www.pathagar.com

স্বজন ও গোটা সমাজ তার বিরুদ্ধে গেলেও আপনি তার পরম বন্ধু হোন। আপনি তার জন্যে ইসলামী বিপ্লবের পরশ পাথর হোন।

যাদের স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন ইসলামী আন্দোলনে এখনো শরীক হননি, তারা তাদের বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও অকৃত্রিম বন্ধুতা ও ভালবাসার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হতে উৎসাহিত করুন। সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারলে এ ক্ষেত্রে মেয়েরা সফল না হয়ে থাকেনা। মনে রাখবেন, হযরত উমর (রাঃ) বোনের ভূমিকার মাধ্যমেই ইসলাম কবুল করেছেন। তাই দীনের পথে আপন জনের পক্ষ থেকে বিরোধিতা ও অত্যাচার এলে ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের মতোই তা অকাতরে সহ্য করুন। আরো মনে রাখবেন, সব আসিয়ার স্বামীই ফেরাউন নয়। সব উম্মে হাবীবার পিতাই আবু সুফিয়ান নয়। আপনি দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে দীনের পথে আনার চেষ্টা করুন। তাদেরকে অবিরত দীনের দাওয়াত দিতে থাকুন। এতে করে তারা আপনার দাওয়াত কবুল করার সম্ভাবনাই বেশী।

৩. মুসলিম নারীর তিন নম্বর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নিজের ঘরে আগত ভবিষ্যত বংধরদের দীনের খাঁটি মুজাহিদরূপে গড়ে তোলা। ছোট বেলা থেকেই তাদের মধ্যে ইসলামী আক্বিদাহ-বিশ্বাস, ইসলামী আচার-আচরণ ও ইসলামী-সভ্যতা সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী আদর্শের মৌলিক জ্ঞান যেনো তারা ঘর থেকেই পেয়ে যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এমনি করে আপনারা নিজেদের গর্ভ থেকেই ইসলামের সন্তানদের জন্ম দেবেন এবং ইসলামের সন্তানরূপে তাদের লালন-পালন করে সমাজে ছেড়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ এরাই সমাজের বুকে কালেমার পতাকা পতপত করে উড়িয়ে দেবে।

৪. আপনাদের চতুর্থ কাজ হচ্ছে নিজেদের নিকট ও দূরে আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী মহিলাদের মধ্যে দীনের ব্যাপক দীন ইসলাম সম্পর্কে বুঝানো এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহিত করা। এ জন্যে ব্যাপকভাবে তাদেরকে ইসলামী বই পড়তে দিন।

৫. আপনাদের পাঁচ নম্বর কাজ হচ্ছে, যারাই আপনাদের দাওয়াতে সাড়া দেবে, তাদের সুসংগঠিত করুন। তাদেরকে দীনি বৈঠকাদিতে শরীক করুন। দীন সম্পর্কে সঠিক প্রশিক্ষণ দান করুন। তাদেরকে ইসলামী

www.pathagar.com

অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহিত করুন। এমনি করে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ গড়ে তুলুন।

৬. আপনাদের ষষ্ঠ কাজ হচ্ছে, অশ্লীলতা, বেহায়পনা ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য উপায়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। পত্র-পত্রিকায় লিখুন, মহিলাদের নিয়ে সভা-সমিতি করুন। নিজেদের আওতার ভিতরে এগুলো হতে গেলে বাধা দিন।

সর্বোপরি নিজেরা কঠোরভাবে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলুন। মনে রাখবেন; অনৈসলামিক সমাজে ইসলামের একেকটি বিধান পালন করা আপনাদের একেকটি সংগ্রাম। আপনারা অবিরামভাবে এ সংগ্রাম চালিয়া যান। ইসলামী বিপ্লবে আপনাদের ভূমিকা অপরিহার্য। আপনাদের এ ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া কখনো পূর্ণাংগ ইসলামী বিপ্লব সাধিত হতে পারবেনা। মনে রাখবেন, আপনারা আসিয়া, মরিয়ম, খাদিজা, ফাতিমা, আয়েশা ও আসমার কন্যা ও বোন। আপনারা এগিয়ে চলুন, আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

"ওগো আমাদের পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদের জীবন-সংগী ও সন্তানদেরকে চক্ষুশীতলকারী বানিয়ে দাও। আর আমাদের সকলকে মুত্তাকীদের অগ্রগামী বানাও।" (আল-কুরআন)

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বই পড়ুন জীবন গড়ুন

ইসলামে নারীর মর্যাদা দায়িত্ব ও কর্তব্য
ইসলামের পারিবারিক ও শিক্ষা সাহিত্য সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন :

আধুনিক নারী ও ইসলামী শরিয়ত
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামের পারিবারিক জীবন
কুরআন ও পরিবার
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

অনুবাদকের অনূদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়
ইসলামের জীবন চিত্র
যাদে রাহ
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ

ইসলামের মৌলিক আরো কয়েকটি বই

আসুন আমরা মুসলিম হই
আপনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
যাকাত সাওম ইতিকাফ

শিশু কিশোরদের চরিত্র গঠনে সহায়ক আবদুস শহীদ নাসিমের সাড়া জাগানো কিশোর সিরিজের এই বইগুলো তুলে দিন আপনার সন্তানের হাতে

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো নামায পড়ি
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য়
উঠো সবে ফুটে ফুল
মাতৃ ছায়ার বাংলাদেশ

অনুবাদকের কুরআন ও হাদিস সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসীর
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআনের দু'আ
সিহাহ সিত্তার হাদিসে কুদসী
হাদিসে রসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত

শতাব্দী প্রকাশনী
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২